ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 August 2021 ■ আগরতলা ২৯ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের গণ অবস্থানে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনরায় চাকুরীতে নিয়োগের দাবিতে শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে এক দিনের গন ধর্নার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর থেকে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গত ১৭ মাস ধরে রোজগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। অনেকেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছিলেন। চাকরীচ্যুত হওয়ার পর ঋণের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাংক ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। অসহায় হয়ে পড়েছে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তরের কাছে বারবার অনুরোধ করেও ইতিবাচক কোনো সাড়া পাচ্ছে না তারা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁকা পথে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করবে না তৃণমূল

বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়কদের দলবদলের জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন কুনাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় বাঁকা পথে সরকার দখল করবে না তৃণমূল কংগ্রেস। আজ আগরতলায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় এই দাবি করেন দলের সর্ব ভারতীয় মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। তাতে, ত্রিপুরায় বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়কদের দলবদলের জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, গণদেবতার রায় নিয়েই তৃণমূল ত্রিপুরায় সরকার গঠন করবে।

আজ ৮ দফা দাবি নিয়ে আগরতলার রাজপথে মিছিল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওই মিছিল থেকে বিজেপি সরকার উৎখাতের আবারো ডাক দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। এদিন কুনাল ঘোষ বলেন, ত্রিপুরার মানুষ বিজেপিকে চাইছে না। তাঁরা

কুনাল ঘোষ

তৃণমূলকে চাইছে, আজ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ব্যর্থতা দেখেছেন। এখন বিজেপি জোট শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাই, তাঁরা পরিবর্তন চাইছেন।

এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় বাঁকা পথে সরকার গঠন করবে না তৃণমূল। নির্বাচনে জনাদেশ নিয়ে তবেই সরকার করবো আমরা। এদিকে, তৃণমূলের সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন বলেন, আজকের মিছিলে বাঁধ ভাঙ্গা জনজোয়ার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আছড়ে পড়বে। তাতে, বিজেপি উৎখাত হবে।

আজ কুনাল ঘোষের বক্তব্যে ত্রিপুরায় বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়কদের দলবদলের যাবতীয় জল্পনায় কার্যত জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কারণ, গত কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার বিদ্রোহী বিধায়কদের দলবদলে বেকায়দায় পড়বে এমনি খবর প্রচারিত হচ্ছে। আজ কুনাল ঘোষ ওই সংক্রান্ত সমস্ত অনুমান অবাস্তব, তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন।

বাধারঘাটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অনুষ্ঠানে রক্তারক্তি কান্ড, গুরুতর দুই জন হাসপাতালে

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে তৃণমূল-বিজেপি সোচ্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নিজ বাসভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ সরাসরি শোনার ব্যবস্থা করেছিলেন মুজিবুর ইসলাম মজুমদার। তার আগেই দুষ্কৃতীদের হামলায় রক্তাক্ত হলেন তিনি। সাথে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলকাতা থেকে আসা এক কর্মীও গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে সন্ধ্যার বিমানে কলকাতায় নেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল বিজেপির দিকেই উঠেছে। তবে বিজেপির পাল্টা দাবি, ওই হামলা দলীয় অন্তর্কোন্দলের বহিঃ প্রকাশ।

আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। কলকাতায় হয়েছে মূল অনুষ্ঠান। সেখানে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিয়েছেন। ত্রিপুরায় তৃণমূল কর্মীরা মমতার ভাষণ সরাসরি শোনার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাহারুল ইসলাম মজুমদারের ভাই মুজিবুর ইসলাম মজুমদার সদ্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তিনি মিলন চক্র স্থিত নিজ বাসভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ সরাসরি শোনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে মোতাবেক অন্য কর্মীদের বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু, ভাষণ শুরু হওয়ার আগেই দুষ্কৃতীদের তান্ডবে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছে।

শুভঙ্কর দেবনাথের মাথায় ও মুখে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেছে।

জানিয়েছেন, হাতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। এদিকে শুভঙ্কর দেবনাথ বলেন, লাঠি হাতে নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী আমাকে বেদম মেরেছে। তাতে আমার মাথায় ও

দলীয় কর্মী আক্রান্তের ঘটনায় রাস্তায় বিক্ষোভ তৃণমূলের সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন ও মুখপাত্র কুনাল ঘোষের।

দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে চেয়ার, স্কুটি ভেঙে চুড়মার করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দুষ্কৃতীদের লাঠির আঘাতে মুজিবুর ইসলামের হাত ভেঙ্গেছে। এছাড়া কলকাতা থেকে আসা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী

ঘটনা সম্পর্কে মুজিবুর ইসলাম মজুমদার বলেন, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে তান্ডব চালিয়েছে। তাদের লাঠির আঘাতে আমার হাত ভেঙ্গেছে। চিকিৎসকরা

মুখে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে।

ওই ঘটনার পর মিলন চক্র এলাকায় ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। পুলিশ আসার আগেই দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি চাপা পরে চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। মধুপুর কোনাবন চৌধুরীপাড়ায় শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ গোবর বোঝাই গাড়ি উল্টে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে চালকের। মৃত চালকের নাম শ্যামল দাস। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ গোবর বোঝাই করা টিআর০১এল১৬৩০ নাম্বারের একটি ডি আই গাড়ি উল্টে চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মধুপুর থেকে সোনাতন পাড়ার দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। অতিরিক্ত গোবর বোঝাই করে যাওয়ার সময় গাড়িটি আপের দরুন উপরের দিকে উঠতে পারছিল না। ঠিক তখনি গাড়িটি পেছনদিকে যেতে শুরু করে। সেই সময় চালক শ্যামল দাস গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গাড়ির নিচে পড়ে যায় চালক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক শ্যামল দাসের।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মধুপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তৃণমূলের মূল গজাবে না : বিজেপি মুখপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় তৃণমূলের মূল গজাবে না। জোর গলায় দাবি করেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় তৃণমূল শুধুই অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। এদিকে, জনজাতি কল্যানে ত্রিপুরার জন্য ১৩০০ কোটি মঞ্জুরের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর ঘোষণায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে রামপদ জমাতিয়া বলেন, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুরের ঘোষণা দিয়েছে। ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে ত্রিপুরা উপকৃত হয়নি। তাঁর কথায়, শিক্ষার পরিকাঠামো তৈরী ও রাস্তা নির্মাণে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তাতে, ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের প্রশ্নে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝাতে পেরেছেন। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ ভাবে সাহায্য করে চলেছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে

শনিবার আগরতলায় ষাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া ও বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

৩২০টি পাড়া চিহ্নিত হয়েছে। সেখানে রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

এদিন নবেন্দু এ-বিষয়ে কটাক্ষের শুরে বলেন, অতীতে আমরা কেন্দ্র সহায়তা দেয় না শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু, তিন বছরেই সেই স্থিতি পাল্টে গেছে। আজ তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে গুরুত্ব দিতে চাই না। কারণ, ১ মাস অতিক্রান্ত, অথচ এখনো তাঁরা কোন কমিটি বানাতে পারল না। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় তৃণমূলের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না।

তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে তৃণমূল। কারণ, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলীরা বামেদের শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূলের মূল গজাবে না। তাই তিনি আবারো দাবি করেন, তৃণমূলকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিনা।

আজ তিনি কুনাল ঘোষকেও একহাত নিয়েছেন। তিনি বিদ্রুপ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। শনিবার সাতসকালে আমবাসায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করল আমবাসা বাজারের অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। তাতে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অবরোধকারীদের মধ্যে রয়েছে কাপড়, জুতো ও স্টেশনারি সামগ্রী বিক্রেতারা।

তাদের অভিযোগ, তারা যে জায়গায় বসে ব্যবসা করত সে জায়গায় বর্তমানে অন্য ব্যবসায়ীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এদিন সকালে প্রায় ঘন্টাখানেক জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেনা ব্যবসায়ীরা। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আমবাসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোর করে চাঁদা আদায়ে অভিযুক্ত বিএমএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। বিশালগড়ের অফিস টিলায় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে অটোচালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে চলেছে শাসক দল সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযোগ, রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হলেও পরিবর্তন হয়নি তোলাবাজি সংস্কৃতির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দলের নেতারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বড় গলায় একাধিকবার তোলাবাজি সংস্কৃতি রাজ্যে বিলুপ্ত হয়েছে বলে দাবি করলেও শনিবার বিশালগড় অফিস টিলাস্থিত জাতীয় সড়কে ধরা পড়ল অন্য চিত্র।

শাসক দল সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন বিএমএসের বিশালগড় সিন্ডিকেট শাখা এবং গোকুলনগর সিন্ডিকেট শাখা যৌথভাবে অফিস টিলায় জাতীয় সড়ক দিয়ে চলাচলকারি অটো দাঁড় করিয়ে অটো থেকে চাঁদা আদায় করে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে অকপটে তা নিজের মুখে স্বীকারও করেছেন নেতা বাবুরা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক অটোচালক জানানা, তিনি বিশালগড় এর কোন সিন্ডিকেটের অধীনে গাড়ি চালান না। তিনি বাবুল চৌমুহনী সিন্ডিকেটের অধীনে গাড়ি চালান। তবুও তার কাছ থেকে ২০০ টাকা আদায় করেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একই সুরে উঠল আওয়াজ

স্বসহায়ক দলগুলিকে স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার ঃ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। ত্রিপুরা সফরের দ্বিতীয় দিনে মাতাবাড়িতে পূজা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যমন্ত্রী জয়া নীতি দেব, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষসহ অন্যান্যরা। ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে শনিবার পূজা দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সকলের মঙ্গল কামনা করেন। তিনি আজ কল্যাণ সাগরে বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপগুলিকে খাবার দিচ্ছেন। এদিন তিনি কিল্লায় একটি অনুষ্ঠানে বলেন, স্বসহায়ক দলগুলিতে স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন মায়ের মন্দিরে থাকা শিব মন্দিরে গিয়েও আশীর্বাদ নেন। সেখান থেকে সোজা চলে আসেন কিল্লা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে হয়েছে। এদিন কিল্লা ব্লক এবং নাবার্ড-র উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্ব-সহায়ক দলের স্টল সহ একটি মোবাইল এটিএম এর উদ্বোধন করেন।

স্বসহায়ক দলগুলিকে স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের। আজ গোমতী জেলার কিল্লা ব্লকের দশরথ দেব মেমোরিয়াল সুকল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সাথে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রবাস করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নাবার্ডের মাধ্যমে প্রাথমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করা হোক ঃ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদের লাগাতর সফর শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আজ ত্রিপুরা সফর শেষে দিল্লি ফিরে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। দুজনেই একে অপরকে কুশল বিনিময় করেছেন। ত্রিপুরায় গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতের কাজকর্মের পর্যালোচনায় এসেছেন গিরিরাজ সিংহ। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণে তিনি ত্রিপুরায় এসেছেন। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার উপর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আজ বিমান বন্দরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ত্রিপুরার উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব্বর্মন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এবং ত্রিপুরা শিল্প উদ্যোগ নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়। তিনি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ২০১৪ সালের পূর্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যসূচিতে ছিল না। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর চিন্তাধারা বদলেছে। কারণ, তিনি মনে করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ব্যতীত দেশের বিকাশ অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেই স্বপ্নকে পূরণের লক্ষ্যে ত্রিপুরায় এসেছি, বলেন তিনি।

আজ রাজ্য অতিথিশালায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহকে অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁদের ত্রিপুরার বিষয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এক টুইট বার্তায় বলেন, ত্রিপুরায় তিন দিনের সফরে বিমান বন্দরে পৌছে উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমি আপ্লুত। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে। আমরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় যোজনার পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩০৯ ▫ ২৯ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ১২ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ছকে বাঁধা পরীক্ষা ও উত্তরণের পথ খোজা

মহামারিতে বিপর্যস্ত পৃথিবীতে ছকে বাঁধা জীবন-স্পন্দন তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়খ যাইতে হইতেছে সভ্যতাকে। এ একপ্রকার বাধ্যবাধকতাই। যেমন শিক্ষাক্ষেত্র। লকডাউনের ফলশ্রুতিতে পরীক্ষা পুরোটা হয়নি। যাইহোক এক ফর্মুলায় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা করিয়াছে। পরবর্তী ক্লাসপুরোটাই অনলাইনে। আর কলেজস্তরে প্রাইভেট টিউশন তো এখন আমাদের কালচারে ঢুকিয়া গিয়াছে।

বর্তমানে টিউশনের স্যরের নোট ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপের মিলিতেছে।ইন্টারনেট নামক সিধু জ্যাঠা তো আছেই। সুতরাং পরীক্ষা ভালো হওয়ারই ছিল। হইয়াছেও।

এদের অসুবিধা একটা আছে। সহপাঠীদের কাউকে এরা চেনে না। কারণ স্কুল কলেজে ক্লাস হয়নি।সহপাঠীদের সঙ্গে দেখাও হয়নি কখনও। যাহারা এখন কলেজের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বর্ষে, তাহাদের এই সুবিধা রহিয়াছে অনলাইনে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উত্তর পোস্ট ইত্যাদি।অনলাইন পরীক্ষা আগেও কিছু ছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে হাজির হইয়াছে এই করোনা পরিস্থিতিতে। মাস্ক, স্যানিটাইজারের মতো এটাও এক নতুন কালচার। যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হাজার হাজার এবং ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরীক্ষার্থীরা ছড়াইয়া থাকিলে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত। ইন্টারনেটের বিস্তৃতি এখনও উপযুক্ত নয় এই গ্রহের কোনায় কোনায়।

বিশ্বজুড়িয়া অনলাইন পরীক্ষা চলিতেছে উঁচু ক্লাসে। অর্থাৎ কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রসংখ্যা কম। কিন্তু সত্যি বলিতে কী, এইসব পরীক্ষায় সততা নিয়া সন্দেহ প্রবল। যথেচ্ছ চিটিং অর্থাৎ টোকাটুকির অভিযোগ উঠিয়াছে নানাভাবে। সন্দেহটা যে সর্বক্ষেত্রে অমূলক, সেটাও নয়। বাস্তবে এই অনলাইন পরীক্ষা যেন টেক-হোম পরীক্ষা। ছাত্রদের প্রশ্নপত্র দিয়া দেওয়া হইল। তাহারা বাড়ি নিয়া গিয়া বইপত্র এবং ক্লাসনোট ঘাটিয়া উত্তর দেয় পরীক্ষার্থীরা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো-সখনো এই ধরনের টেক-হোম পরীক্ষা হইয়া আসিতেছে বহু বছর ধরিয়া। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে হবে ভিন্ন প্রকৃতির, যাহার উত্তর সহজে বই, ক্লাসনোট কিংবা ইন্টারনেট খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছাত্রকে প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিশ্লেষণ ক্ষমতা।কোভিড পর্যায়ে অনলাইন পরীক্ষাগুলির প্রশ্নপত্র যদি এমন করা যাইত, তবে সমস্যা কমিয়া যাইত অনেক। কিন্তু তাহা করা হয় নাই।

স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন মহলে নানা সমালোচনার ঝড় বইছে।

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ফ্লাইট চালু ৩ সেপ্টেম্বর

মনির হোসেন,ঢাকা,২৮ আগষ্ট।। এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ চালু হচ্ছে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে। তবে টুরিস্ট ভিসাধারী যাত্রীদের ওই তারিখ থেকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

শনিবার (২৮ আগস্ট) ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সপ্তাহে সাতটি ফ্লাইট চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্পাইস জেট ৩টি, এয়ার ইন্ডিয়া ২টি ও ইন্ডিগোর ২টি ফ্লাইট চালুর প্রস্তাব রয়েছে। এর আগে গত ৪ আগস্ট দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চালুর বিষয়ে ভারতকে চিঠি দেয় বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত কর্তৃপক্ষ জানায়, বাংলাদেশের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে ভারত ফ্লাইট চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত সপ্তাহে সাতটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশে নৌকাডুবির ঘটনায় ২২ জনের মরদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ৫০,আটক ৩

মনির হোসেন,ঢাকা,২৮ আগষ্ট।। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বালুবাহী ট্রলারের ধাক্কার নৌকাডুবির ঘটনায় শনিবার (২৮ আগস্ট) সকাল পর্যন্ত ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে ডুবুরি দল। এদের মধ্যে ১৮ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও নিখোঁজ আছে প্রায় ৫০ জন যাত্রী। এ ঘটনায় তিন জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। আটককৃতরা হল, বালুবাহী ট্রলারের চালক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের যোলাবাড়ি গ্রামের জামির মিয়া এবং তার দুই সহযোগী খোকন মিয়া ও রাসেল মিয়া। তিনি জানান, শুক্রবার (২৭ আগস্ট) দুর্ঘটনাস্থলের পাশের ইউনিয়ন চরইসলামপুর থেকে স্থানীয়রা ওই তিন জনকে আটক করে বিজয়নগর থানায় সোপর্দ করেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক তৌফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন,উদ্ধার কাজ মধ্যরায়ে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। সকাল থেকে আবারও উদ্ধার কাজ শুরু করেছে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা বিআইডব্লিউটিএ"র ডুবুরি দল। এ বিষয়ে বিজয়নগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাবেয়া আফসার সায়মা জানান, শনিবার সকাল থেকে চম্পকনগর নৌ-ঘাট থেকে সকল ধরনের নৌযান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

হরিয়ানায় কৃষক বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, প্রতিবাদে অবরোধ জাতীয় সড়ক

চণ্ডীগড়, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার দুপুরে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে কৃষকেরা ফের বিক্ষোভ দেখান। সেই সময়েই পুলিশ লাঠিচার্জ চালায় তাঁদের উপর। কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষে ফের ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সেখানে। পুলিশের লাঠিচার্জে ইতিমধ্যেই আহত হয়েছেন বহু কৃষক। কাউকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। কৃষকদের উপর পুলিশের এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করে টুইট করেছেন রাহুল গান্ধী। লাঠিচার্জের বিরোধিতায় ফের কারনালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন কৃষকেরা। প্রসঙ্গত, গত ৯ মাস ধরে কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন জারি রেখেছে হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের কৃষকেরা। তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন দেশের বহু মানুষ।

সূত্রের খবর, শনিবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের একটি সভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কৃষকেরা। এর একদিন আগেই কৃষক সংগঠনগুলি টোল প্লাজা এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করার ডাক দেয়। বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ওপি ধনখড়ের কনভয় যায়। সেটি আটকানোর চেষ্টা করেন কৃষকেরা। তাঁদের উপরে লাঠিচার্জ করতে থাকে পুলিশ। পুলিশের এই লাঠিচার্জের বিরোধিতায় পথ অবরোধ করেন কৃষকেরা। অবরোধের কারণে দিল্লি-অমৃতসর হাইওয়ে ও আম্বালার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় যানজট।

ফের পেট্রোল পাম্প ধর্মঘটের ডাক

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : ফের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোল পাম্প ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার এক বিবৃতি দিয়ে তারা জানিয়েছন, কর্তৃপক্ষ তাদের দাবিদাওয়া মিটিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দেওয়ায় তারা ধর্মঘট তুলে নিয়েছিল। কিন্তু সেই আশ্বাসই সার। কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি-দাওয়া মেটায়নি। সে কারণে তারা আগামী ৩১ আগস্ট ফের ধর্মঘটে বসতে চলেছে। তাদের এই প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। জানা গিয়েছে, শনিবার থেকে মৌরিগ্রামে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা ও নদিয়ার একাংশ তেল পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। কমিশন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবি নিয়ে পশ্চিমঙ্গ পেট্রোল পাম্প ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এর আগেও একবার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনও ধর্মঘট করে। এ দুয়ের জেরেই প্রবল টান পড়ে পেট্রোল-ডিজেলে।

তালিবান উত্থান ঃ সমস্যা তীব্র চাই সুচিন্তিত ধীরে চলো আফগাননীতি

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পর ভারতের কাছে সমস্যাটা বড় কঠিন রূপ ধারণ করল। সমস্যাটা আগে থেকেই ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আগ্রাসী চিন। তাকে প্রতিহত করা ভারতের অন্যতম জরুরি সমস্যা। তার জন্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপানকে নিয়ে চার দেশীয় একটি গোষ্ঠী তৈরি করে ভারত এবং অন্যান্য সমস্ত দিকে প্রতিহত করার কৌশল নিয়েছিল ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণ ভারতকে চিনের আগ্রাসনের মুখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একা রেখে গেল, একই সঙ্গে তালিবানের উত্থানে কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধির সমস্যা তীব্র হল। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিকার গর লই হানবে সুতো না কুটনৈতিক এবং নৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেনি। লে দন এসির ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়ল চিনের। ইতিমধ্যেই তারা বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কজজা করে নিয়েছে। এরপর একইভাবে তারা আফগানিস্তানে নিজেদের প্রভাব নিরঙ্কুশ আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এমনকী রাজনৈতিক কূটনৈতিক আর্থিক দিক থেকে এখন চিনের ছত্রছায়ায়। এই ঘটনায় ভারতের ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি হল। সামরিক দিক থেকে চিনের নেতৃত্বে অঘোষিতভাবে পাকিত্তান- আফগানিস্তান-চিনের জোট তৈরি হয়ে গেল। এই জোট কার্যত কাশ্মীর সহ বিস্তৃত চিন আফগান ও পাক সীমান্তে ভারতের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে শুরু করবে, আশঙ্কা এখানেই।

আফগানিস্তানে সেনা, রেখে ভারতকে সাথী করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বাড়িয়ে চিনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা ছিল মার্কিন কৌশল। ভারত নিজেও তার পাক মোকাবিলায় ও চিনের সঙ্গে সীমান্তের সমস্যায় তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পেত। চিন এর পাল্টা প্রোজেক্ট দেয়। তাদের বেল্ট ত্যান্ড রোড় প্রজেক্টের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে মার্কিন শক্তি প্রতিহত করে সমগ্র এশিয়ার বাজার দখল করা। এতে তাদের অন্যতম শরিক পাকি ইরান। তুরস্ক, রাশিয়া সুযোগ নিতে সসেই আছে। হঠাৎ মির থেকে সরে গিয়ে বাইডেন কার্যত দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিলেন। এর সঙ্গে ভারত একলা হয়ে গেল। চিনের সামরিক আগ্রাসন ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বু প্রিন্ট আটকাতে ভারত-মার্কিন বোঝাপড়ায় আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি ভারসাম্যের কাজ করেছিল। আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের পক্ষেও সেটা খুব জরুরি ছিল। এমনিতে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য পরিমাণ খুব বেশি নয়। ভারতের মাত্র তিন শতাংশ রফতানি হয়, আর এক শতাংশ আমদানি হয়। মূলত খেজুর, কিসমিস বা শুকনো ফল আসে সেই দেশ থেকে, কিন্তু রফতানি বাড়ানোর সভভাবা ছিল অনেক বেশি। ভারতীয় সংস্থাগুলির কাছে নতুন নতুন লগ্নি করার সুযোগ ছিল। ক্ষমতার হাতে চলে যাওয়ায় গোটা পাশাটি বদলে গেল। আসলে ভূ-রাজনৈতিক এবংত্ত সামরিক গুরুত্ব বিচারে আফগানিস্তান যে শক্তির কাছে যাবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সেই শক্তি প্রাধান্য লাভ করবে। সেটা বুঝেই কোটি কোটি বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে সেখানে সৈন্য রেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু আফগানিস্তান দখল করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। লাদেন হত্যা বা আল কায়েদার নিকেশের পরেও মার্কিন সৈন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল একদিকে রাশিয়া অন্যদিকে চিনকে চাপে রাখার জন্য। তাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ সহজ ছিল। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব রাখাটা ছিল আমেরিকার জন্য খুব জরুরি। না হলে বিশ্ব রাজনীতির লাগামটা দুর্বল হয়ে যায়। বাইডেন আমেরিকার সেই স্বার্থের কথা বিচার করেননি। বাইডেন যে সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী দিনে বিশ্ব অর্থনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমবে। তাদের বাণিজ্যে এর কুফল পড়বে। তালিবান উত্থানের এই সুযোগটায় ফাকা মাঠে গোল দেবে চিন। চিনের ক্ষমতা এতটাই বেশি যে রাশিয়া পর্যন্ত চিনকে প্রতিহত করার কথা ভাবতে পারে না।

চিনের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া তাই তালিবানের স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছে। আফগানিস্তান পরিস্থিতি থেকে যতটা সম্ভব অসুবিধাজনক। কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হলে পরিস্থিতি আলাদা, যেহেতু আফগানিস্তানে এখনই ভারত তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বসে আছে নানা পরিকাঠামো প্রকল্পে, তাই এই মুহূর্তে মুনাফা তুলতে রাশিয়া অনেক আগে থেকেই তৎপর। তারা ভারতকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে চিনের সঙ্গে জোট গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ তৈরি করতে বৈঠক করে ফেলেছে। রাশিয়াকে চিন সঙ্গে নিয়েই চলতে চায়। চিন চেয়েছিল ভারত পাশে এসে দাঁড়াক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব নিশ্চিহ করতে এটাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মার্কিন লবিতে থাকার জন্য নানাভাবে চিন ভারতকে এখন চাপে রাখবে। আফগানিত্তানে ভারতের স্বার্থ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত, সেই দেশের ভালোমন্দের সঙ্গে ভারতের নাড়ির যোগ। তবু চিন এখন রাজনৈতিক ও কুটনৈতিকভাবে তালিবানের পাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে ভারতকে আফগানিস্তানের দু'দিন রিলিমিরাভাবিরারাধিতছায়া অন্যদিকে সীমান্তে ভারতকে চাপে রাখতেপাকিস্তান একই সঙ্গে তৈরি করেছে তালিবানদের। সামরিক প্রশিক্ষণ, রসদ থেকে রণকৌশলের রচনায় পাকিস্তানের নেতৃত্বে তালিবানরা লড়াই করেছে।তাদের সাহায্যে কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়াতে চেয়ে পাকিস্তান তালিবানদের মদত দিয়েছে সর্বপ্রকার। ভারতকে বিব্রত রাখা আর কাশ্মীরে উৎপাত আরও চালিয়ে যাওয়ার জন্য তালিবানদের থেকে ভালো শক্তি আর কেউ নেইপাকিস্তানের কাছে। তালিবানরা ইসলামিক জঙ্গি। ইসলামের কিছুই মানে না। নারীর চরম অবমাননা, ধর্ষণ, স্বাধীনতা হরণ, নির্বিচারে খুন এবং লুঠ ও হাড়হিম সন্ত্রাসী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এমন একটি শক্তিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি আফগানিভানকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ভারতের পক্ষে তালিবান সরকারকে এখনই রাজনৈতিকভাবে মেনে স্বীকৃতি দেওয়া তাই অসুবিধাজনক। কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হলে পরিস্থিতি আলাদা, যেহেতু আফগানিস্তানে এখনই ভারত তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে বসে আছে নানা পরিকাঠামো প্রকল্পে তাই এই মুহূর্তে অর্থনৈতিকভাবে সরে আসাটাও ভারতের জাতীয় স্বার্থেই ক্ষতিকারক। এটা জেনেও ভারতের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে তালিবানের বন্ধু হয়ে ওপর সম্ভব নয় সাধারণ আফগান ও নারীর ওফর তাদের অমানবিক নির্যাতনের কারণে। এই পিরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে এখন পাকিস্তান। পাকিস্তান আর্থিক ও কূটনৈতিক-রাজনৈতিক সাহায্য দিয়ে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ নিতে তালিবানদের বাধ্য করতে চাইবে। আগামী দিনে এটা ভারতের শিরঃ পীড়া হয়ে উঠতে পারে।

সমস্যাটা ভারতের তাই তীব্র। ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলবে বলেই এমন কৌশল নিয়ে আন্তর্জাতিক চিন আর পাকিস্তান এইভাবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আফগানিস্তানে তালিবানের উত্থানকে ব্যবহার করছে। পরিকাঠামো নির্মাণ এবং আর্থিক দিক থেকে তালিবান সরকারকে সাহায্য দিয়ে তারা নিজেদের কলোনি বানিয়ে নিতে চায় আফগানিস্তানকে। সামরিক আগ্রাসনে লিপ্ত হয়ে রাশিয়া বা আমেরিকা যেটা করতে পারেনি, অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক আগ্রাসনের পথে চিন সেটাই করতে চায়। তারা নতুন লগি থেকে প্রযুক্তি সব কিছু দিয়ে তালিবান সরকারের পাশে দাঁড়াতে চায়। উদ্দেশ্য, একই সঙ্গে আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারতকে চাপে রাখা এবং আফগানিস্তানের পাথুরে মাটির নীচে খননের অধিকার দখল করা। তাতেই আগামী পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের এগিয়ে রাখতে সুবিধা হবে চিনের অনেকখানি। আফগানিস্তানে চিনের একচ্ছত্র্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এটা বলে রাখা যায়। আর তার মানে হল আফগানিস্তান থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত গোটা এশিয়া ভূমিতে ভারত ছাড়া আমেরিকার জন্য আর কিছুই পড়ে থাকল না। চিনের কাছে কার্যত এশিয়া হাতে তুলে দিল শুধুমাত্র আফগানিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার জন্য। ভারতও তার মার্কিন বন্ধুকে হারিয়ে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একা হয়ে গেল। এর জন্য আগামী দিনে অনেক মূল্য চোকাতে হতে পারে। এরপর কী?

শক্তি দিয়েই দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ায় নতুন করে কৌশলগত কূটনৈতিক অবস্থান নিতে হবে। নতুন করে চিনের সঙ্গে সম্পর্কের করতে হবে। নয়া পরিস্থিতিতে এখন লড়াই কূটনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের সেখানে ভেটো দেওয়ার অধিকার নেই। সেই অধিকার আছে রাশিয়া, চিনের। তাই নামকাওয়াস্তে সভাপতি ভারত যে প্রস্তাব দিক, চিন বা রাশিয়া তাতে সম্মত না হলে তালিবান বিরোধী কোনো আন্তশীয় সরকার বা বাহিন মোতায়েন করে আফগানিস্তানে কোনো শান্তি প্রচেষ্টা সফল হবে না। এটা বুঝে এখন হালে পানি পেতে শুরু করেছেন। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, আফগানিস্তানকে চলতে হয় বিদেশি শক্তির কাছে ঋণ নিয়ে। জাপান এবং পশ্চিমে বিশ্বের এই সেই ঋণ বন্ধ হয়ে গেলে কার্যত তালিবানকে চিনের কাছেই নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আফগানিস্তানকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই মার্কিন চাপে আন্তর্জাতিক অর্থভাগার ৪৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আফগান রিজার্ভ নৈতিক কূটনৈতিক দিক এবং থেকে একটি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পথ নিতে হবে। এই মুহূর্তে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য পশ্চিম বিশ্বের দিকে তাকিয়ে তাকে নীতিগত আপস করতে হবে। আর নীতি কী হয় সেই দিকে তাকিয়ে ভারত। সংহত করে পঞ্চশিরের অবিসংবাদী নেতা মাসুদের পুত্রের সঙ্গে জোট বেঁধে নতুন করে সংঘর্ষের পথে। তারাও ভারতের দিকে তাকিয়ে। আফগান পরিস্থিতি তাই এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী দিনে সেই দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে চলে যাবে কিনা সেটা তালিবান সরকারের নীতির ওপর নির্ভর করছে। তবে তালিবানরা আর আগের মতো হিংসা চায় না। এটা তারা বলছে শরিয়ত আইন মেনেস চললে তারাও যতটা সম্ভব আধুনিক জীবন দিতে চায় নাগরিককে। মহিলাদের ওপর অত্যাচার নয়। তাদের চাকরি করতে বা পড়াশোনা করার অধিকার দিতে চায়। এই সবই তারা চায় আপাতত আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিজেদের ইমেজ বদল ও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। তবে এটাকে কেউ বিশ্বাস করছেন না। এটা তাদের কৌশল বলেই সকলেই বলছেন। তারা পুরো বদলে যাবে, এটা ভাবা যায় না। যতই চিন, রাশিয়া সঙ্গে থাকুক, আন্তর্জাতিক বিশ্বের চাপে তারা।

তাই আগের মতোই অন্ধকারের শাসন চাপিয়ে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনার সাহস পাবে না। চিন, রাশিয়া তাদের প্রতিহত করবে। করতে বাধ্য হবে কারণ চিনের সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই সরকারের তালিবান শ্রীতি দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাশিয়াও এখন তালিবানের আগামীর দেখেই পদক্ষেপ নেবে। সময় নিচ্ছে তাই নয়াদিল। ব্রিটেন, পশ্চিম বিশ্ব সহ গণতান্ত্রিক উদারপুঁজির বিশ্ব কোনদিকে যায় দেখে আগামী দিনে নয়াদিল্লি তার অবস্থান ঠিক করবে। তারপর নীতি। সুচিন্তিত আফগান নীতির স্বার্থেই এখন তাই ধীরে চলা জরুরি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

তথ্য-তালাশে বিভ্রান্ত আফগান-ভূমি

সুমন সেনগুপ্ত

তালিবান আফগানিস্তান দখল করেছে প্রায় দুই দশক পর। আবিশ্বের সংবাদমাধ্যমে এখন এই নিয়ে আলোচনা। কিন্তু আমরা কি ভুলে যাচ্ছি করোনা ভাইরাসের কথা? আমাদের মনে কি পড়ছে না শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার কথা? বা, প্রতিষেধকের কথা? যাঁরা ওই দেশ থেকে অন্যান্য দেশে যাচ্ছেন, তাঁদের ভ্যাকসিন ছাড়পত্র আছে কি নেই, এই নিয়ে চিন্তিত হওয়ার মতো অবকাশ পরিস্থিতি আমাদের মঞ্জুরই করছে না।

আরও একটা জরুরি বিষয় নিয়ে তুলনায় তত আলোচনা হচ্ছে না। গত কুড়ি বছর ধরে যত ডিজিটাল প্রভাব সঞ্চিত হয়েছে সেই দেশের মানুষের স্বার্থে—সেই প্রভাবকে প্রামাণ্য করে যদি তালিবান শাসকরা ব্যক্তি -আক্রমণ করে, তাহলে সেসব তথা মুছে ফেলা একন অত্যন্ত অপরিহার্য একটা কাজ। শুধু ডিজিটাল চিহ্ন নয়, আফগানিস্তানের নাগরিকরা বায়োমেট্রিক তথ্য নিয়েও আতঙ্কিত। কারণ, এবার এই বায়োমেট্রিক তথ্যের অধিকারী হবে সেখানকার তালিবান শাসকরা। আজকের এই ডিজিটাল প্রহরে, একজন মানুষের সম্পর্কে যদি কোনও ধারণা করতে হয়, তাহলে সামাজিক মাধ্যমে করা তার বিভিন্ন লেখা, ছবি বা মন্তব্যকে নজরে রাখা-ই যথেষ্ট। এরপর বায়োমেট্রিক তথ্য যদি অন্য কেউ করায়ত্ত করতে পারে, তাহলে সেই মানুষটিকে না মেরে ফেলেও, 'মৃত' বানিয়ে দেওয়া যায়। বিশেষত, যদি শাসক মনে করে, একজন ব্যক্তি তালিবানের সমালোচক, তাহলে সেই মানুষটির 'নাগরিক মৃত্যু' ঘোষণা করা কি কঠিন কাজ?

রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতিয়েরেস বলেছেন যেন কোনওভাবেই কোনও মহিলা এবং শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়। 'আমনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল' -এর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং সমাজকর্মীদের এই মুহূর্তে সমুহ বিপদ, তাই আফগানিস্তানের দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার, যাতে তালিবানের হাতে কোনও হত্যাকাণ্ড না ঘটে। বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠনের আশঙ্কা, আমেরিকার তরফে দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানকে যেহেতু ডিজিটাইজ করা হয়েছে, বায়োমেট্রিক তথ্যের সাহায্যে নির্বাচন এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রক্রিয়া দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতা দখলের ফলে এখন তালিবানের হাতে সেই সমস্ত তথ্য চলে আসবে। এবার, সেই তথ্য ব্যবহার করে তালিবান যদি কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাকে নাগরিক মৃত্যু'র দিকে ঠেলে দেয়, তখন কীভাবে মানবাধিকার সুরক্ষিত করা সম্ভব?

খবর পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে কীভাবে মুখ চেনার প্রক্রিয়াকে এড়ানো যায়, বা কীভাবে হাতেকর ছাপ বা চোখের মণি দিয়ে চেনার পদ্ধতিকে এড়িয়ে রাস্তাঘাটে বেরনো যায়, তার নির্দেশিকা আসছে। কিন্তু প্রযুক্তির সর্ব প্রভাবও ছোঁয়াচ এড়িয়ে এই সময়ে একজন মানুষ বাঁচবে কী করে? এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তো প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সার্বিকভাবে প্রভাবিত। ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি পুরনো

তথ্যবাণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় নতুন বায়োমেট্রিক তথ্য, তখন চাকুরিপ্রার্থী কীভাবে নিজেকে আড়াল করবে?

কাবুলের সাঁলো'র কাচের দেওয়াল থেকে আফগানিস্তানের মহিলাদের ছবি মোছার ব্যর্থ প্রক্রিয়া চলছে। ঠিক সেভাবেই আফগানরা চেষ্টা করছে পুরনো মেসেজ, গান, ছবি, ভিডিও যা একে অন্যকে পাঠিয়েছে, তা মোছার কিন্তু মুছতে চাইলেই কি আর মোছা যায়? ভারতে যেমন 'আধার কার্ড', আফগানিস্তানে তেমন 'তাজকিরা' যে—তথ্যবাণ্ডার এই মুহূর্তে তালিবানের হাতে। যদিও তালিবান বলেছে চিন্তার কারণ নেই, কিন্তু এই সময়ে আফগানিস্তানে যারা পড়ে আছে বাধ্যত, তাদের জন্য এই খবরটি খুব স্বস্তিদায়ক নয়। রাজত্ব যখন এক সশস্ত্র প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়, তখন পুরনো বাজাত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা সুবিধাভোগী অংশটি প্রত্যাঘাত বা প্রতিশোধের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পালায়। কিন্তু এখন তো পালিয়েও লাভ নেই। প্রতিটি মানুষের ডিজিটাল তথ্য রাষ্ট্রে হাতে আছে। ভারত 'পেগাসাস' দিয়ে নজরদারি সংক্রান্ত আলোচনা চলছে। কীভাবে একজন ব্যক্তির মোবাইলে তাঁর অজান্তেই এই প্রযুক্তি ঢুকিয়ে দিয়ে, তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁরই ওপর নজরদারি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা চলছে। কীভাবে একজন ব্যক্তির মোহাইলে তাঁর তবু এখনকার সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রই কি ভয়ংকর শক্তিশালী নয়? ইচ্ছা করলেই কি রাষ্ট্র তার নাগরিকের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরবন্দি করে রাখতে পারে না।

এডওয়ার্ড স্নোডেন বলেছিলেন, প্রযুক্তিকে তো অস্বীকার করা যাবে না, প্রযুক্তি দিনে দিনে আরও সুলভ এবং সস্তা হবে, মানুষ না চাইলেও কিছু না করেই ধীরে ধীরে একটা নজরদারি রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। কথাটা সাম্প্রতিক আফগানিস্তানের প্রসঙ্গে খুব লাগসই। চুক্তি অনুযায়ী, আমেরিকা নিজেদের সেনা সরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তাদেরকি উচিত ছিল না, তাদের তৈরি প্রযুক্তিকে আগে ধ্বংস করে তবে সেনা সরানো? না কি বকলমে, তালিবান, তাদের হয়েই, কাজ করে যাবে?

শেষ করা যাক অরুন্ধতী রায়ের 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় লেখার একটি অংশ থেকে, যেখানে তিনি বলছেন, 'আমাদের এমন একটা সময়ে ফিরে যেতে হবে, যেখানে মোবাইল ফোন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে না, আমাদের বেঁচে থাকা,লড়াই করা, লড়াই গড়ে তোলার সবটা প্রযুক্তির বাইরে বেরিয়ে এসে ভাবতে হবে, এবং তার জন্য যে সরকার আমাদের ওদিকে চালনা করছে, সেই সরকারগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে এই ভাবনাকে হয়তো অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের অন্য লড়াই জিততে গেলে এটাই কি আজকের লড়াই নয়?(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার বিলোনিয়ায় দাবি আদায়ে সিপিএমের মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

৭০ দিনের মাথায় পেশ কালিয়াচক হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট, তিন অভিযোগ আসিফের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : কালিয়াচক হত্যাকাণ্ডের ৭০ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। ২৭৩ পাতার চার্জশিটে হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার কথাও তুলে ধরেছেন তদন্তকারীরা। শনিবার চার্জশিট জমা পড়েছে।

১৯ জুন ৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়। ধৃত বছর উনিশের মহম্মদ আসিফের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা এবং প্রমাণ লোপাটের ধারার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ, বাবা, মা, ঠাকুমা এবং বোনকে খুন করেছিলেন কালিয়াচকের পুরনো ১৬ মাইল এলাকার বাসিন্দা আসিফ। একই সঙ্গে আসিফ তাঁর দাদাকেও খুনের চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। তবে তিনি কোনওমতে বেঁচে যান।

আসিফের দাদা আরিফ মহম্মদ থানায় গিয়ে ওই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের কথা জানিয়েছিলেন। তা জানার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এর পর গত ১৯ জুন আসিফের বাড়ি থেকে তাঁর বাবা জাওয়াদ আলি (৫৩), মা ইরা বিবি (৩৬), বোন রিমা খাতুন (১৬) এবং ঠাকুমা আলেক নুর বেওয়া (৭২)-র পচাগলা দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, আসিফ জেরায় জানিয়েছেন, বাড়ির সকলকে তিনি ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ান। এর পর চৌবাচ্চার জলে ডুবিয়ে তাঁদের খুন করার পরে সকলের দেহ বাড়ির পাশে তৈরি করা গুদাম ঘরে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেন।

এই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। আরিফ কোনওমতে পালিয়ে যান। তবে তাঁকে আসিফ খুনের হুমকি দিতেন বলেও অভিযোগ। ওই কাণ্ডের ৩ মাস পর আরিফ পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানান। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ ওই কাণ্ডের তদন্ত শুরু করে। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আসিফের ২ বন্ধুকেও গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার ৭০ দিনের মাথায় পুলিশ চার্জশিট দিল ওই কাণ্ডে। মালদহের পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানান, খুন, খুনের চেষ্টা এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে আসিফের বিরুদ্ধে। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ৪৪ জন সাক্ষীর। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তালিবান নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ জইশের, সতর্কতা জারি ভারতীয় সুরক্ষা এজেন্সির

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার সতর্কতা জারি করল ভারতের সুরক্ষা এজেন্সি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর জঙ্গিদের গতিবিধি বেড়েছে, এমনটা জানতে পেরেই সতর্কতা জারি করেছে সুরক্ষা এজেন্সি। এছাড়াও আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে আফগানিস্তানের কান্দাহারে তালিবান নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছে পাকিস্তানি জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠন।

সূত্রের খবর, তালিবান নেতাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে ”ভারত-কেন্দ্রিক” অভিযানে তালিবানের সাহায্য চেয়েছে জইশ। ওই বৈঠকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতে বলা হয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাকে। গত ২৪ আগস্টই পাকিস্তানের দুই জঙ্গি শ্রীনগরে গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনা করছিল। সমস্ত এজেন্সিকে সমন্বয় সাধনের জন্য বলা হয়েছে শীর্ষ মহল থেকে। সমস্ত রাজ্যকেও সতর্ক করা হয়েছে।

জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের কার্যকলাপের ওপর গোয়েন্দাদের নজর রাখার নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের কার্যকলাপের ওপর গোয়েন্দাদের নজর রাখার নির্দেশ দিল স্বরাষ্ট্র দফতর। সূত্রের খবর, ওই অঞ্চলে উপর্যুপরি মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার পাওয়ায় এই সতর্কতা।

মাসকয়েক আগে আবার ঝাড়গ্রামেও একই ধরনের পোস্টার উদ্ধার হয়। গত স্বাধীনতা দিবসের পরেই পুরুলিয়াতেও তৃণমূল নেতাদের পদত্যাগের দাবি করে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার পড়েছিল। পুরুলিয়ার বরাবাজার এলাকা ছেয়ে গিয়েছিল মাওবাদীর নামে পোস্টারে। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, “টিএমসি নেতাদের অবিলম্বে দল ছাড়তে হবে না হলে জনগণের আদালতে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।” ওই পোস্টারে যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়ায়।

এর ঠিক ৩ দিনের মাথায় ২০ আগস্ট নাগাদ ফের একবার মাওবাদী নামে পোস্টার পড়ে পুরুলিয়ায়। সেখানে লেখা হয়েছিল, “যে বিজেপি মেম্বার টিএমসি পার্টিকে সমর্থন করবেন, সেই মেম্বারের স্বামীদের হাত দুটো কাটা যাবে। কারণ, বিজেপি পার্টির সম্মান যদি ঘুচাও, তাহলে তোমাদের খেলা শেষ। ধেলাত বামু অঞ্চল মনে রেখো, মাও জিন্দাবাদ।” কোনও পোস্টার উদ্ধারের পরবর্তী সময় চোখে পড়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। ফলে এই সব পোস্টারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশের মধ্যেই ধন্দ দেখা দিয়েছে। মাওবাদীদের নাম করে এই ধরনের পোস্টার সরকার বিরোধী একপ্রকার বিশেষ গোষ্ঠীর কাজ বলেই মনে করছে জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে ইতিমধ্যেই স্পেশ্যাল হোমগার্ডের চাকরির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই মোট তিন ধাপে প্রায় ১৩০০ জনকে চাকরি দিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত আন্ধারিয়া গ্রামে একাধিক পোস্টার মেলে। সাত সকালে রাস্তার উপর ইট চাপা দেওয়া অবস্থায় পোস্টারগুলি দেখতে পান গ্রামবাসীরা। উদ্ধার হওয়া দু’টি পোস্টারেই রাজ্য সরকারকে নিশানায় নিয়ে প্রত্যাবর্তনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে রাজ্য পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

‘দেশের মাটি কি বিক্রি করা যায় ?’ ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পলিসি নিয়ে তোপ মমতার

কলকাতা, ২৭ আগস্ট (হি. স.) : ‘দেশের মাটি কি বিক্রি করা যায় ?’ কেন্দ্রের ‘উচ্চাকাঙ্ক্ষী’ প্রকল্প নিয়ে এবার তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে বিজেপির উদ্দেশে তিনি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পলিসি। কেন্দ্রের নয়া নীতি। লক্ষ্য দেশের বিভিন্ন সেক্টরের সম্পত্তি লিজ দিয়ে তা থেকে বিপুল মূলধন সংগ্রহ। কেন্দ্রের লক্ষ্য, কয়েক লক্ষ কোটির সম্পত্তি বিক্রি করে মূলধন তৈরি করা। এই প্রসঙ্গেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিজেপি সরকার দানবীয়, তাণ্ডবীয় সরকার। বিজেপি সরকার অমানবিক সরকার। এই সরকার মানুষের কথা ভাবে না। ওঁরা গোটা দেশকে বিক্রি করার ছক কষছে।

তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, রেল স্টেশন, এয়ার ইন্ডিয়া, কয়লা সব বেচে দেবে কেন্দ্র। লাইফ ইনস্যুরেন্স, জেনারেল ইনসুরেন্স, রেল, কেন বিক্রি করবেন এসব ? মমতার প্রশ্ন, দেশের মাটি কি কখনও বিক্রি হয় ? এই বিজেপি সরকার দানবিক, অমানবিক। এই সরকার মানুষকে ভালবাসে না। পেশিশক্তি দিয়ে মানুষের কণ্ঠরোধ করে। সারা দেশ বিক্রির পরিকল্পনা করেছে। দেশের সব সম্পদ বিক্রি করে দেবে। কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, একদিন এই দেশের মাটিতে রেলপথ তৈরি হয়েছে। গোটা বিশ্বে যখন এয়ার ইন্ডিয়ার লোগো দেখি, আমাদের ভাল লাগে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, রেল কি বিজেপির জায়গা ? তাহলে প্ল্যাকার্ডে লিখুন রেল বিজেপির জায়গা। এর পর তো জনগণকে কবে বলবেন নিজের চোখ, নাক, মুখ বিক্রি করে দিতে। আর কী কী বিক্রি করবেন ? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে মমতার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। কেন্দ্রকে তোপ দেগে মমতা বলেন, “দিল্লি আমাদের সঙ্গে না পারলে এজেন্সি লাগিয়ে দেয়“। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৪৫ কোটি টাকার মূল্যবান কাঠ উদ্ধার হল ডুয়ার্সের নদীতে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : মূল্যবান কাঠ পাচার করার আগেই বনকর্মীদের হাতে ধরা পড়ল ৪৫ কোটি টাকার মূল্যবান কাঠ। টায়ারের টিউবে হাওয়া ভরে বাঁশের মাচায় মূল্যবান কাঠের লগ তুলে দিয়ে তা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল নদীতে। লক্ষ্য ছিল তা পাচার করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হল না। তার আগেই কাঠ ধরা পড়ে গেল বনকর্মীদের হাতে। শুধু এটাই নয়, এই চোরাই কাঠ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমত গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির মুখে পড়তে হয়েছিল বনকর্মীদের পাশাপাশি রেঞ্জ অফিসারকেও।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সোনাখালির জঙ্গল মধ্যবর্তী মাজাই নদীর তীরে। এই নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬০টি শাল, সেগুনের লগ। যদিও বনকর্মী ও আধিকারিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি বনদফতর। জানা গিয়েছে, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে ডুয়ার্সের সোনাখালি জঙ্গলে অভিযানে নামে সোনাখালি বিটের বনকর্মীরা। জঙ্গলের গভীরে মাজাই নদীর তীরে কাঠপাচারকারীদের দেখাও পান তাঁরা। তাঁদের ধরার জন্য বনকর্মীরা পা বাড়াতেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে ওই পাচারকারীরা তেড়ে আসে বনকর্মীদের দিকে। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় ২৫-৩০জন ছিল। পাচারকারীরা হামলা চালালে পাল্টা গুলি চালায় বনকর্মীরাও। তার জেরে পাচারকারীদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ বনকর্মীদের দিকে গুলি চালাতে থাকে। তবে কেউ হতাহত হননি। গুলি চালাতে চালাতেই পাচারকারীরা জঙ্গলের গভীরে গা ঢাকা দেয়। রাতে বনকর্মীরা সব কাঠ উদ্ধার করতে না পারলেও শনিবার সকালে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ লাগোয়া মাজাই নদীতে ৬০টি শাল, সেগুণ সহ অনান্য মূল্যবান গাছের লগ খুঁজে পায় যা নদীতে ভাসানোর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। এদিন সকালে সেই সব কাঠ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। তবে বন দফতরের আধিকারিকদের অনুমান যারা এই ঘটনায় যুক্ত তাঁরা স্থানীয় জঙ্গলেরই বাসিন্দা। তাই তাঁদের বিরুদ্ধেই এখন কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

চণ্ডীগড়-মানালি হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল শুরু, বন্ধ ছিল শুক্রবার থেকে

মান্ডি (হিমাচল প্রদেশ), ২৮ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে যানবাহন চলাচল শুরু হল চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কে (৩ নম্বর জাতীয় সড়ক)। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার পান্ডহ ও আউতের মাঝে ভূমিধসের কারণে শুক্রবার থেকে প্রায় ২৪ ঘন্টা বন্ধ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক। অবশেষে শনিবার শুরু হয়েছে যানবাহন চলাচল। মান্ডি জেলার এএসপি আশীষ শর্মা জানিয়েছেন, শনিবার সকাল থেকে চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কে (৩ নম্বর জাতীয় সড়ক) শুরু হয়েছে যানবাহন চলাচল।

শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার পান্ডহ ও আউতের মাঝে ধস নামে। শুক্রবার দিনভর রাস্তা মেরামতের কাজ চলে। এই সময়ে জাতীয় সড়কের উভয় দিকে দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য যানবাহন। প্রায় ২৪ ঘন্টা বন্ধ ছিল চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক। অবশেষে শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে যানবাহন চলাচল। স্বস্তি পেয়েছেন আটকে থাকা মানুষজন।

ব্যর্থতা খোঁজার পরিবর্তে মানুষকে দোষারোপ করছে কেরল সরকার : ভি মুরলীধরণ

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কেরলে বিগত কিছুদিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৫৯। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র কেরলেই আক্রান্ত হয়েছেন ৩২,৮০১ জন ও মৃত্যু হয়েছে ১৭৯ জনের। এই সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ ও চিন্তা বাড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেরল সরকারকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, ব্যর্থতা খোঁজার পরিবর্তে মানুষকে দোষারোপ করছে কেরল সরকার।

শনিবার কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি মুরলীধরণ বলেছেন, ‘কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যায় বৃদ্ধি নিয়ে, ব্যর্থতা খোঁজার পরিবর্তে মানুষকে দোষারোপ করছে কেরল সরকার। ভারত সরকার আগেই জানিয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইন ব্যর্থতা ছিল ও কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং ভীষণ কম ছিল। সংশোধনমূলক মূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেরল সরকারের।’ উল্লেখ্য, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার মধ্যেই কেরলের কোভিড পরিস্থিতি গোটা দেশের চিন্তা বাড়াচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শ্রীলঙ্কার শরণার্থীদের পাশে রয়েছেন তামিলরা : এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ‘শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থী শিবির’-এর নাম পাল্টে দিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। ‘শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থী শিবির’-এর পরিবর্তে নামকরণ করা হয়েছে ‘শ্রীলঙ্কান তামিল পুনর্বাসন শিবির’। শনিবার তামিলনাড়ু বিধানসভায় এই ঘোষণার পর এম কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, ‘আমরা, তামিলরা তাঁদের পাশে রয়েছি।’ এদিন বিধানসভায় এম কে স্ট্যালিন জানান, ‘শ্রীলঙ্কান তামিল শরণার্থী শিবির’-এর নাম পাল্টে ‘শ্রীলঙ্কান তামিল পুনর্বাসন শিবির’ করা হচ্ছে। স্ট্যালিন আরও জানান, ‘তাঁরা অনাথ নন, তাঁদের শরণার্থী বলা হবে। আমরা, তামিলরা তাঁদের পাশে রয়েছি।’

ঐক্যবদ্ধভাবে জাতিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আহ্বাণ অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আহ্বাণ জানিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার সকালেই তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে টুইটারে অভিনন্দন-বার্তা দিয়ে লিখেছেন, “আমাদের ছাত্ররা আমাদের গর্ব ! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি আমাদের ছাত্র সমাজের অদম্য চেতনা উদযাপন করি। সময় এসেছে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই জাতিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা সবাই আপনার ভবিষ্যতের প্রচেষ্টায় অসীম সফল হবেন।“টুইট করেছেন সদ্য কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সুস্মিতা দেবও। করোনা পরিস্থিতির কারণে গত বছরের মতো এ বছরও ভার্চুয়াল মাধ্যমে পালন করা হবে এই কর্মসূচি ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের আর্জি মমতার

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ডাক দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে তিনি টুইটে এই আবেদন করেন।

তৃণমূলনেত্রী লিখেছেন, “ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসে আমি আমাদের ছাত্র পরিষদের প্রাণবন্ত সদস্যদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার কৃতিত্ব এবং দলে অমূল্য অবদানের জন্য আমরা গর্বিত ! আজ, আমি সকল শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাচ্ছি যে গণতন্ত্রের চেতনাকে ভাঙার চেষ্টা করে এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সাথে যোগ দিন।“ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে দুপুর ২টো নাগাদ ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তৃতা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, বক্তৃতার সময়ই জুম কলের মাধ্যমে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে এ বছরের কর্মসূচিতে। ভবিষ্যত ভাবনা সম্পর্কে সংগঠনের নেতাদের প্রশ্ন করতে পারেন নেত্রী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে এমনটা কখনওই ঘটেনি ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিশ্বভারতীকে রাজনীতির আখড়া করা হচ্ছে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্বভারতীকে নিয়ে বিতর্কের মাঝে এবার বিশ্বভারতীতে রাজনীতি করার অভিযোগে রাজ্য শাসকদলকে দুষলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শনিবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে তিনি বলেন, ”বিশ্বভারতীকে রাজনীতির আখড়া করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভণ্ডামি করার জায়গা নয়। বিশ্বভারতী আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। রাজনীতি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা নষ্ট করা হচ্ছে।”

এদিন শুধু বিশ্বভারতী নয়, এদিন একগুচ্ছ ইস্যুতে সুর চড়ান রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে কেন্দ্রের দেওয়া সাড়ে তিন কোটি ভ্যাকসিন পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না সাধারণ মানুষকে। করোনার তৃতীয় ঢেউ আসার আগে টিকাকরণে গতি আনা প্রয়োজন বলে দাবি দিলীপের। তিনি আরও বলেন, ”বেসরকারি হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে টিকা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সরকারি টিকাকেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ।”

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শিরোনামে বিশ্বভারতী। ক্যাম্পাসের মধ্যে রাজনীতি করা হচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূল, এই একই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে দুই রাজনৈতিক দলের ন্ট্রেই। শুক্রবার বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অফিস ঘেরাও নিয়ে উত্তাল হয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। তিন ছাত্রকে বরখাস্ত করা নিয়ে এই যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এদিন উপাচার্যের বাসভবনও ঘেরাও করেন ছাত্রছাত্রীরা। এদিকে শুধু বিশ্বভারতী নয়, তিন ছাত্রকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, ”উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে তিনদিন ঘেরাও করা হবে।” অনুব্রত মণ্ডলের বক্তব্যের পর এদিন দিলীপ ঘোষ যা বললেন তা রাজ্যের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত অর্থবহ বলে মনে করছে রাজ্য রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

প্রত্যাঘাত আমেরিকার, আফগানিস্তানের নানগাহারে মার্কিন এয়ার স্ট্রাইক

কাবুল, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কাবুল বিমানবন্দরে বোমা-হামলার ৪৮ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দিল আমেরিকা। আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেট ”প্ল্যানার”-এর বিরুদ্ধে এয়ার স্ট্রাইক চালাল আমেরিকা। শনিবার আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশে এয়ার স্ট্রাইক চালায় আমেরিকা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে আমেরিকা। মৃত্যু হয়েছে একজন ইসলামিক স্টেটসদস্যের।

এয়ার স্ট্রাইকের কিছু পরই আমেরিকার নাগরিকদের কাবুল বিমানবন্দরের বিভিন্ন গেট অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বলা হয়। কাবুলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস নিরাপত্তা সতর্কতায় জানিয়েছে, যে সমস্ত মার্কিন নাগরিকরা কাবুল বিমানবন্দরের অ্যাবে গেট, ইস্ট গেট, নর্থ গেট অথবা নতুন আভ্যন্তরীন মন্ত্রকের গেটে আছেন তাঁদের এখনই চলে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, কাবুল বিমানবন্দরে বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন আমেরিকান সার্ভিস মেম্বার। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিড চিন্তা বাড়াচ্ছে আমেরিকায়, দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ১.৯০-লক্ষাধিক

ওয়াশিংটন, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের দৌরাত্ম্য ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে আমেরিকায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৯০-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকায়, এই সময়ে করোনা-আক্রান্ত ১,৩০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ১,৯০,৩৭০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৯,৫৪০, ৪০১ জন।

আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১,৩০৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪০৫ জনের। মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩০, ৭৮৬,৩৬৮ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮,১০০, ৬২৮-তে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নয়ডায় কাগজের মিলে আগুন, পুড়ে ছাই প্রচুর কাঁচামাল

নয়ডা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় আগুন লাগল একটি কাগজের মিলে। শনিবার সকালে নয়ডার (কাসনার ৫ সাইট এলাকা) আর এস পেপার মিলে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবনের পাওয়ার পর আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের প্রায় ১২টি ইঞ্জিন। দমকল আসার আগেই মিলের ভিতরে থাকা প্রচুর কাঁচামাল পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।দমকল অফিসার অরুণ কুমার সিং জানিয়েছেন, শনিবার সকালে কাসনার ৫ সাইট এলাকায় অবস্থিত আর এস পেপার মিলে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে মিলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সেখানে প্রচুর পরিমানে কাঁচামাল মজুত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। একটি টিনের ছাউনি ভেঙে পড়ায় কিছু সময়ের জন্য আগুনে নেভাতে সমস্যা হয়, পরে দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ স্ট্যালিনের, ক্ষুব্ধ বিজেপি ও এআইএডিএমকে

চেন্নাই, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরোধিতা করে তামিলনাড়ু বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। শনিবার সকালে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু বিধানসভায় স্ট্যালিন প্রস্তাব পেশ করার পরই, বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি ও এআইএডিএমকে বিধায়করা। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত তিনটি আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেই তামিলনাড়ু বিধানসভা থেকে বিজেপি ও এআইএডিএমকে বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। এআইএডিএমকে বিধায়করা বলেন, কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয়েছে, সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে কৃষকদের মতামত নেওয়া উচিত রাজ্য সরকারের।

এদিন তামিলনাড়ু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত তিনটি আইন প্রত্যাহার করার আহ্বান জানানো হয়। বিধানসভায় স্ট্যালিন এদিন বলেছেন, বিগত এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হবে।’ হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জনধন প্রকল্পের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পিএম জনধন প্রকল্পের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, ”আজ আমরা পিএম জনধন প্রকল্পের সাত বছর পূর্তি উদযাপন করছি। এটি এমন একটি উদ্যোগ যা ভারতের উন্নয়নের গতিপথকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। এটি অগণিত ভারতীয়দের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করেছে। জন ধন যোজনা আরও স্বচ্ছতার জন্য সাহায্য করেছে। এই প্রকল্পকে সফল করার জন্য যারা কাজ করেছেন তাদের সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাতে চাই। তাদের প্রচেষ্টা ভারতের জনগণকে উন্নত জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দিয়েছে।“প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনার লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০১৪ নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা ধরেই শুরু হয় এই প্রকল্প। ২০০৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রথম এ ধরনের মানুষজনকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেওয়াইসি সংক্রান্ত নিয়ম খানিকটা শিথিল করে ‘জিরো ব্যালান্স’ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সুবিধা দেওয়া হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করে প্রতিটি বাড়িতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের ভারত কখনো ভুলতে পারবে না : নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : শনিবার জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের টুইটে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি লিখেছেন, “আজ সন্ধ্যায়, একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এতে মানুষ আগ্রহী হবে। জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মারকের সংস্কারকৃত চত্বর জাতির জন্য উৎসর্গ করা হবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের ভারত কখনও ভুলতে পারবে না।“ প্রসঙ্গত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (অমৃতসর হত্যাকাণ্ড) ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত গণহত্যা। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড হয়। ওই শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি বদ্ধ উদ্যানে সমবেত নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। এটি সংস্কারের পর গত বছর ১৩ এপ্রিল সংস্কারের কথা ছিল। কিন্তু করোনার ফলে তা স্থগিত রাখা হয় ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘরে রঙের প্রাচুর্য

খুব সহজেই ঘরে রঙের প্রাচুর্য বাড়ানো সম্ভব। পেকজেলসডটকম নিজের সাজানো---গোছানো অন্দরও অনেক সময় একঘেয়ে মনে হয়। আর ঘরের আবহ নিজের পছন্দের না হলে মন খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। মন ভালো রাখাতে অন্দরসজ্জায় প্রয়োজন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার। কারণ, মনের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের সম্পর্ক বেশ গভীর। খুব সহজেই ঘরে রঙের প্রাচুর্য বাড়ানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা একটিই। তা হচ্ছে চাইলেই পুরো ঘরের রং পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই দেয়ালের রং পরিবর্তন না করে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে রঙিন নানা অনুষঙ্গ। এ ক্ষেত্রে হতে হবে কৌশলী। * যদি মনে করেন ঘরে ঢুকেই আপনার চাই রঙের ছটা, তাহলে শুরুতেই বসার ঘরের মেঝের রং পরিবর্তন করা জরুরি। এ জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় রঙিন কার্পেট। বসার ঘর, শোয়ার ঘর বা ডাইনিং এরিয়ায় টেবিলের নিচে রঙিন কার্পেট পেতে দিতে পারেন। কার্পেটের পরিবর্তে কালারফুল ম্যাটও ব্যবহার করা যেতে পারে। আজকাল বাজারে রঙিন ম্যাটও পাওয়া যায়। এতে ঘর উজ্জ্বল দেখাবে।

ঘরে ঢুকে রংয়ের আবহ চাইলে মেঝেতে পাতা যেতে পারে ম্যাটছবি: পেকজেলসডটকম

* মেঝের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বা বিপরীত রঙের কুশন রাখা যেতে পারে বসার ঘরে সোফা বা চেয়ারের সঙ্গে। কিংবা বাসার সোফাটি বেশি পুরোনো হয়ে গেলে এটি বদলে নেওয়া যেতে পারে কালারফুল থ্রো সোফা। ডাইনিং টেবিলে রঙিন রানার রাখলেও রঙের আবহে পরিবর্তন আসবে, যা বদলে দিতে পারে পুরো ঘরের লুক।

* অন্দরজুড়ে ছড়িয়ে---ছিটিয়ে থাকা টেবিল, শেলফ, টিভি ক্যাবিনেটের ওপর নানা আকারের ফুলদানিতে রংবেরংয়ের কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। অথবা কালারফুল শোপিস বা ডেকর আইটেম সাজানো যায়। এতেও ঘরের রং-বৈচিত্র্য বাড়বে।

* দেয়ালের রং পরিবর্তন করা না গেলে এর পরিবর্তে ঝোলানো যেতে পারে রঙিন ফোটোফ্রেম। বাজারে মনের মতো ফোটোফ্রেম না পাওয়া গেলে ইন্টারনেট থেকে পছন্দের ছবি ডাউনলোড করে মাপমতো প্রিন্ট করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এতে খরচও কম হবে।

তাকের কিছু বই নানা উজ্জ্বল রঙের মলাটে মুড়ে রাখতে পারেছবি: পেকজেলসডটকম

* অনেকের ঘরে বইয়ের বড় আলমারি বা তাক থাকে। তাঁরা চাইলে যেকোনো একটি তাকের কিছু বই নানা উজ্জ্বল রঙের মলাটে মুড়ে রাখতে পারেন। বইগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন, রঙিন মলাট দেখা যায়। এ ছাড়া বইয়ের সঙ্গে রঙিন পেপার ওয়েট, কলমদানি বা কলমও রাখা যেতে পারে।

* শোয়ার ঘরের শ্যান্ডেলিয়র হতে পারে রঙিন কাচের। এ ছাড়া ল্যাম্পশেড বা এর আলোও হতে পারে রঙিন।

* ঘরের পুরোনো কিচেন ক্যাবিনেট, কাঠের চেয়ার, টেবিল, আলমারির তাকেও নতুন করে রং করা যেতে পারে।

* বাথরুমে আয়নায় রঙিন ফ্রেম বসানো যেতে পারে। এ ছাড়া বাথরুম অ্যাকসেসরিজ, যেমন: সাবানদানি, লিকুইড সোপ ডিসপেনসার বা ব্রাশ হোল্ডারও রঙিন হতে পারে।

* বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় বাগান থাকলে রঙিন টব হতে পারে সবচেয়ে ভালো অনুষঙ্গ। কিছু টব চাইলে বসার ঘরেও সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। ব্যালকনিতে পাশাপাশি অনেক রঙিন টব সাজিয়ে ছোট বসার ব্যবস্থা করতে পারলে চায়ের আড্ডা আরও জমজমাট হবে।

* রং নির্বাচনের সময় হলুদ, কমলা, নীল, সবুজ, গোলাপি, লাল ইত্যাদি নির্বাচন করা যেতে পারে। এগুলো ঘর উজ্জ্বল দেখাতে সবচেয়ে কার্যকর।

শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাব কতটা বিপজ্জনক হতে পারে দেখেনিন

শরীরের অন্যতম জরুরি একটি ভিটামিন, ভিটামিন ডি। এটি যে কেবল হাড় ও পেশির স্বাস্থ্য ভাল রাখে এমন নয়, যে কোনও সংক্রমণ ঠেকাতে ও শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলতে তার বিরাট ভূমিকা রাখে। ত্বকে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় ধরে রোদ লাগলে ভিটামিন ডি তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু সমীক্ষা বলে গরম ও রং কালো হয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশির ভাগ মানুষই রোদ থেকে দূরে থাকেন। ব্যবহার করেন ছাতা, টুপি, সানগ্লাস, সানস্ক্রিন। ফলে দিনে ৩০-৪০ মিনিট খোলা শরীরে রোদ লাগানোর নিয়ম মানলে সমস্যা মেটে, তা হয় না। মাঠে বা পার্কে হাঁটাহাটি করলে কিছুটা কাজ হয়। সেটাও হয়ে ওঠে না। কারণ স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ জিমে ব্যায়াম করাই বেশি পছন্দ করেন। একটু অসাবধানতার কারণেই শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি হচ্ছে না, মানুষ জন নানা সমস্যায় ভুগছেন। যেমন-প্রায়ই অসুস্থ হয়েপড়া: ভিটামিন-ডি আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বার বার অসুস্থ হয়ে পড়া শরীরে ভিটামিন-ডি''র ঘাটতির সঙ্কেত হতে পারে।

হাড় এবং পিঠে ব্যথা : ভিটামিন-ডি শরীরে ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যদি নিয়মিত শরীরে হাড় বা পিঠে ব্যথা বোধ করেন, তাহলে বুঝবেন এটা ভিটামিন-ডি''র অভাবের কারণে ঘটতে পারে। শরীরের ঘা শুকাতে দেরি হলে :গবেষণায় দেখা গেছে ভিটামিন-ডি শরীরে নতুন চামড়া গজাতে সাহায্য করে। শরীরের যে কোনো অংশে হওয়া ঘা শুকানোর ব্যাপারেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই ঘা শুকাতে দেরি হলে বুঝবেন শরীরে ভিটামিন-ডি''র অভাব। হাড় ক্ষয় হতে শুরু করলে:ক্যালসিয়ামের এভাবে শরীরের হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে। ক্যালসিয়াম সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভিটামিন-ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃদ্ধ বয়সে যারা হাড়ের সমস্যাতে ভোগেন, তাদের ক্যালসিয়ামসহ বেশ কিছু খনিজের অভাব পূরণ করতে বলা হয়, সেই সঙ্গে ভিটামিন-ডি''র দিকেও বিশেষ নজর বলে থাকেন চিকিতকরা।

মাংসপেশিতে ব্যথা : ভিটামিন-ডি''র অভাবে শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এই ভিটামিন শরীরের মাংসপেশিকে দৃঢ়তা প্রদান করে, যার ফলে ব্যথা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ক্লান্ত বোধ করা: সুস্থ জীবনধারা ও গভীর ঘুম হওয়ার পরেও যদি আপনি ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার শরীরে ভিটামিন-ডি''র ঘাটতি হচ্ছে। এই বিষয়টি কখনই এড়িয়ে যাবেন না, সেক্ষেত্রে কীভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা যায় সেদিকে নজর দিন।

অবসাদ বোধ : ভিটামিন-ডি''র অভাবে আপনার মনে অবসাদের সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার পর সে অনেকটাই সুস্থ বোধ করেন।

চুল পড়া : অতিরিক্ত চুল ঝরা মানে, অবশ্যই আপনার শরীরে পুষ্টির অভাব আছে। শরীরে ভিটামিন-ডি''র অভাবে আপনার চুল বেশি মাত্রায় ঝরতে পারে।

কীভাবে ভিটামিন-ডি''র ঘাটতি পূরণ করবেন? আপনি যদি প্রতিদিন ১০ মিনিট সূর্যের আলোর নিচে বসতে পারেন তাহেল ভিটামিন-ডি''র ঘাটতি পূরণ হবে। এছাড়া ভিটামিন-ডি''র ঘাটতি পূরণের জন্য খেতে পারেন ফল, ছোট মাছ, পনির, ডিমের কুসুম, মাশরুম ও দুধ। জরুরি প্রয়োজনে নির্ধারিত মাত্রায় ভিটামিন-ডি''র ওষুধ নিতে পারলে এর ঘাটতি পূরণ হতে পারে।

করোনা সংকটকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে সুস্থ থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে যাতে কোন কিছুর অভাব না ঘটে সে দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

শোবার ঘরের সাজ

ঘর সাজানো বা অন্দরসজ্জার সময় সবারই সাধারণ একটি প্রত্যাশা থাকে। আর সেটা হলো বাড়িতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবযে—ই আসুক না কেন, ঘরে ঢুকেই যেন মুগ্ধ হয়ে যান। এমন প্রত্যাশা থেকেই কম-বেশি সবাই বসার ঘর সাজাতে বেশি মনোযোগ দেন। সে তুলনায় উপেক্ষিত থেকে যায় লিভিং রুম, বেডরুম বা কিচেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, সারা দিনের ব্যস্ততা, ক্লান্তি, যান্ত্রিক কোলাহলের শেষে মানুষ প্রশান্তির পরশ খোঁজে নিজের বেডরুমেই। তাই বেডরুমের সাজেও থাকা চাই যত্নের ছোঁয়া।

অন্দরসজ্জায় মনে রাখতে হবে, বেডরুম মূলত বিশ্রামের জন্য। তাই এর সাজসজ্জায়ও থাকতে হবে প্রশান্তির ছায়া। যেন বেডরুমে ঢুকলে নিমেষে দূর হয় দিনের ক্লান্তি। বেডরুমের সাজে শৌখিনতা আর আভিজাত্যের চেয়ে আরামের বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেতে পারে। এখানের বর্ণ, গন্ধ, সাজসজ্জাসবই হওয়া উচিত আকর্ষণীয়।

রং নির্বাচনেও হতে হবে সতর্ক। বেডরুমের দেয়ালে প্যাস্টেল শেডের রং বেছে নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরের একটা দিকে টেক্সচারড পেইন্টিং করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এখন অনেকে রং বদলানোকে ঝামেলা মনে করেন, তাই ওয়ালপেপারও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বেশি গ্রাফিক্যাল বা থ্রিডি এফেক্টের ওয়ালপেপার নির্বাচন না করাই ভালো। অথবা দেয়ালের হালকা রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে প্যাস্টেল শেডের ওয়ালপেপার বাছুন। কখনো কখনো জিওমেট্রিক বা স্ট্রাইপ প্যাটার্নও ভালো মানায়। আবার চার দেয়ালেই ওয়ালপেপার সব সময় মানায় না। তাই খাটের যেদিকে মাথা করে শোয়া হয়, সেই দেয়ালে লাগানো যেতে পারে।

সব সময় নতুন ফার্নিচারে ঘর সাজানো সম্ভব নয়। তবে ছোটখাটো পরিবর্তন আনতে পারেন কখনো কখনো। আর বেডরুমের মূল আসবাব হচ্ছে খাট। এটিই নিয়ন্ত্রণ করে ঘরের প্ল্যান। টিভি দেখার অভ্যেস থাকলে বেডরুমে টিভির ব্যবস্থা রাখতে পারেন। এক কোণে আরাম করে বসার জন্য পছন্দ অনুযায়ী রকিং চেয়ার রাখতে পারেন। বই পড়ার অভ্যাস এবং ঘর বড় হলে বুকশেলফও রাখা যেতে পারে। বেডসাইড টেবিলও বেডরুমের অন্যতম জরুরি অনুষঙ্গ। বেডসাইড টেবিল ঘরের চেহারা পরিবর্তন করে দিতে পারে। এখানে রাখতে পারেন ল্যাম্পশেড, টেলিফোন, টেরাকোটার শোপিস, ফুলদানি প্রভৃতি। ঘরের কর্নারে রাখতে পারেন কর্নার লাইট।

ঘরের রং, সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে বেডশিট, বেড কভার বা পিলো কভার ব্যবহার করতে পারলে ভালো। ঋতু অনুযায়ী এগুলো বদলাতে পারেন। যেমন শীতকালে একটু গাঢ় রং, গরমে প্যাস্টেল শেড, বসন্তে ফ্লোরাল প্রিন্ট ইত্যাদি দেখতে ভালো লাগবে।

দেয়ালে লাগানো যায় এমন আসবাব জায়গা বাঁচায়, ঘরও বড় দেখায়। তাই দেয়ালে লাগানো যায় এমন ওপেন শেলভস কিনতে পারেন।

অথবা দেয়ালের একটা অংশে বড় তাক তৈরি করা যায়। সেখানে বই ও শোপিস রাখতে পারেন। অথবা তাকে ছোট ছোট টবে অর্কিড, বনসাই রাখতে পারেন। এখন শোপিস হাইলাইট করতে ছোট ছোট স্পটলাইট পাওয়া যায় বাজারে। নিঃসন্দেহে এগুলো ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। শোবার ঘরে গান শোনার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। কারণ, মিউজিক মন ভালো রাখতে সাহায্য করে। বেডরুম যে সব সময় শুধু ঘুমানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়, তা নয়। নিকট আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করার জন্যও এই ঘর বেশ উপযোগী। জায়গা থাকলে খাট ছাড়াও একটি আলাদা বসার জায়গা রাখা যেতে পারে। সেটি হতে পারে একটি ডাবল সিটার সোফা বা দুটি সিঙ্গেল সিটার সোফা। আসবাব রাখার বিষয়টি নির্ভর করবে ঘরের আয়তনের ওপর।

বেডরুমে সাধারণ লাইটের পাশাপাশি কিছু হালকা আলোর ব্যবস্থা রাখা উচিত। এ ছাড়া ঘরে আপ লাইট বা পিন লাইটও ব্যবহার করা যাবে। অন্দরসজ্জায় কার্পেটের মেঝেতে নরম কার্পেট থাকতেই পারে। পুরো ঘরে না রাখলেও খাটের পাশে বড়সড় ফ্লোরম্যাট রাখা জরুরি। ঘরে সবুজ আবহ রাখতে চাইলে কর্নারে রাখা যেতে পারে গাছ। ঘরে সবুজ গাছ মনে প্রশান্তি আনে। ঘর বড় হলে একটু বড় গাছ ঘরের শোভা বাড়াবে। বেডরুমের সৌন্দর্য বাড়ায় নানা ডিজাইনের সেন্টেড ক্যান্ডল। সৌন্দর্যের পাশাপাশি অ্যারোমাতেও মন ভালো হয়ে যাবে।

বাড়িতে ঢোকার মুখে

বাড়ির সদর দরজার সামনেই গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার, শু কভার ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থাকৃতজ্ঞতা: বহু, ছবি: নকশা

কাজের প্রয়োজনেই বাড়ি থেকে এখন বের হতে হচ্ছে মাঝেমধ্যে। তবে প্রয়োজন বাড়তি সতর্কতা। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যেন হাতের কাছেই থাকে মাস্ক। একইভাবে আবার বাড়িতে ঢোকার মুখেই স্যানিটাইজার থাকুক হাতের নাগালে। এ কারণে জীবাণুনাশক জিনিসগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত। নির্দিষ্ট জায়গাটি হতে পারে মাডরুম। মাডরুমশব্দ নতুন মনে হলেও এর কাজের সঙ্গে আমরা বহু আগে থেকেই পরিচিত। বেশ আগে আমাদের বাবা-দাদারা বাইরে থেকে এসে হাতের ছাতা বা জুতা দোরগোড়ায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে, কলতলায় হাত-মুখ ধুয়ে মূল বাড়িতে প্রবেশ করতেন। এই ছাতা বা অন্য কিছু রাখার নির্দিষ্ট জায়গা আধুনিককালে মাডরুম হিসেবে পরিচিত।

বাসায় ঢোকার আগে বাইরের জিনিসপত্র রাখার জায়গাই মাডরুম মাডরুম বাইরে থেকে এসে জুতা, ভেজা কাপড়, ছাতা রাখার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত জায়গা। এতে বাড়িতে ঢোকার আগে একটি অন্তরায় তৈরি হয়ে যায়। বাড়ি জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার রাখা সহজ হয় অনেকটাই এ কারণে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাডরুম খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে এসে চাবি, ব্যাগ, বাজারবাড়ির প্রবেশমুখেই জীবাণুমুক্ত করে ফেলা প্রয়োজন। অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ফয়ার বা লিফট লবিকে মাড রুম হিসেবে গুছিয়ে নেওয়া যায়।

বাসার প্রবেশমুখে ছোট একটি টেবিল অথবা শেলফ ব্যবহার করতে পারেন। যেখানে বিভিন্ন জীবাণুনাশক জিনিসপত্র সহজেই রাখা যাবে। যদি আরও একটু বেশি জায়গা থাকে, তাহলে ছোট একটা ক্যাবিনেট রাখতে পারেন। হাতের দস্তানা বা গ্লাভস, ফেস মাস্ক, মাথার ক্যাপ, স্যানিটাইজার, শু কভারসহ ইত্যাদি জিনিস সহজেই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারবেন।

পাশে একটি ডাস্টবিনে ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভসগুলো রেখে দিতে পারবেন। এই জায়গাতে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করলে ভালো লাগবে। টিউবলাইটের বদলে স্পটলাইট বা ডিফিউজ লাইট মাডরুমে অন্য রকম আবহ তৈরি করে। বাড়িতে জায়গা কম থাকলে, দেয়ালে কিছু তাক লাগিয়ে নিলে মাডরুম তৈরি হয়ে যাবে। এ ছাড়া এর ওপর একটা বড় আয়না ব্যবহার করলে জায়গাটাকে বেশ বড় দেখাবে। বাড়িতে ঢোকার মুখে আমরা সবাই পাপোশ ব্যবহার করি। মাডরুমে বড় পাপোশ ব্যবহার না করে, ছোট পাপোশ ব্যবহার করলে পরিষ্কার রাখতে সুবিধা হবে। মাডরুমেও আনা যায় নান্দনিকতা

বাড়ির গাড়ি—বারান্দার এক কোণে অথবা লিফট লবিতেও তৈরি করতে পারেন মাডরুম। সম্ভব হলে রাখতে পারেন হাত ধোয়ার জায়গা। এখন দেখা যায় কখনো বৃষ্টি, আবার কখনো কড়া রোদ। ছাতার প্রয়োজন এ কারণেই। মাডরুমে একটি শেলফে বা ঝুড়িতে ছাতা রাখতে পারেন। এ ছাড়া বাজারের ব্যাগগুলোও রাখতে পারেন এক কোণে। মাডরুমের কোনো একটি শেলফে মানিপ্ল্যান্ট বা লাকি ব্যাম্বুগাছ রেখে দিতে পারেন। রেখে দিতে পারেন তাজা সুগন্ধি ফুল। বাড়ি ফিরে আপনার ক্লান্তি দূর করবে ফুলের এই সুগন্ধই।

বৈঠকখানায় উৎসবের ছোঁয়া...

আলোছায়া আর দেয়ালসজ্জাতেই বদলে যেতে পারে বৈঠকখানার অন্দরসাজ। কৃতজ্ঞতা: তাসনিম তুর্যি, ছবি: কবির হোসেন

উৎসবের আগে ঘর সাজানো হোক ছিমছামভাবে উৎসব হোক অন্দরেই, নিরাপদে-আনন্দে। ঈদে ঘুরতে যাওয়ার দিন যে কবে ফিরবে, জানা নেই। এই লেখা যখন পাঠকের হাতে, তখনো দেশজুড়ে 'লকডাউন'। স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তার খাতিরে বাসাতেই কাটাতে হচ্ছে আসন্ন ঈদটাও। উৎসব উপলক্ষে অন্দর ঢেলে সাজানোর সুযোগ না-ও থাকতে পারে। তাই বলে ঘর সাজানো থমকে থাকবে না।

অন্দর গোছানোর সময়ই এমনভাবে তা করুন, যাতে উৎসব কিংবা নিত্যসময়ের আয়োজন করা যায় তাতেই। যা রয়েছে, তাতে সামান্য যোগ-বিয়োগ করলেও (অনলাইন কেনাকাটায় বা ঘরে তৈরি) আসে চমৎকারিত্ব। আলোছায়া আর দেয়ালসজ্জাতেই যেমন বদলে যায় অন্দর। এমনটাই জানালেন এবং সৃষ্টি আর্কিটেকচার অ্যান্ড কনসালট্যান্টের প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি তাসনিম তুর্যি। নিজের বাড়ির বসার ঘর সাজিয়েছেন বোহিমিয়ান ধাঁচে। জানালেন, ধ্রুপদি, ঐতিহ্যবাহী কিংবা আধুনিকযেমন ধাঁচেই সাজানো হোক, এক ধাঁচের সঙ্গে অন্য ধাঁচের মিশ্রণ মানানসই নয়।

সবুজের ছোঁয়া বসার ঘর এবং ঘর লাগোয়া বারান্দাতে হোক সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির পরশ ঘরেই পাবেন বিশুদ্ধ হাওয়া, জুড়াবে চোখ ও মন। পাশ-টেবিল, ক্যাবিনেট, টুলে কিংবা ট্রলির পাশে রাখা যায় মানি প্ল্যান্ট, ড্রাসিনা (লাকি ব্যাম্বু), অ্যালোভেরা। সামান্য যত্নেই এরা দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে অন্দরে।

উৎসবের অনুষঙ্গ বসার ঘরে টেবিলের মাঝে মোম রাখুন। চমৎকার পাত্র শোকেসে আছে? নামিয়ে আনুন এই টেবিলে, পানি নিয়ে তাতেও ভাসিয়ে দিন মোম আর সুগন্ধি পাপড়ি।দেয়ালে টাঙানো থাকুক নানা রঙের ছবি। আলোছায়ার মায়ায় কিছু স্পটলাইট রাখুন। দেয়ালের ছবির ওপর 'ফোকাস' করে দিতে পারেন। ঈদের দিন হইহুল্লোড় শেষে বা আগে-পরে হয়তো বই পড়লেন কেবল স্পটলাইটটায়। উষ্ণ আলো (হালকা সোনালি আভা) দিন ঘরে, বারান্দাতেও। নানান আকৃতির ল্যাম্পশেড, ঝাড়বাতি বেছে নেওয়া যায়। আলোছায়াতেও উৎসবের নান্দনিক আমেজ। স্নিগ্ধ দেয়াল সাদা দেয়ালই পছন্দ তাসনিম তুর্যির। সাদার চেয়েও সাদাই থাক দেয়ালে। ময়লা হওয়ার ভয় অন্যান্য হালকা রঙের ক্ষেত্রেও থাকে। কিন্তু সাদা রঙে ঘরটা প্রশস্ত দেখায়। ঘরেই হতে পারে উৎসবের 'ফটোসেশন'। সাদাসিধে সাদা দেয়ালের সামনে ছবিও হয় দারুণ। জাঁকজমকপূর্ণ ওয়ালপেপার নয়, বরং বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট) দেয়ালচিত্র বেছে নিতে পারেন। ধ্রুপদি চিত্র বা হাতে আঁকা ছবি রাখতে পারেন দেয়ালে। দেশীয় ধাঁচের অনুষঙ্গ ঝোলাতে পারেন। আসবাবে আজকাল

আসবাবের গদিতে ধূসর (গ্রে), চাপা সাদা, হালকা হলুদ, ক্রিম, হালকা কফি বা বিস্কুট রঙের মতো হালকা একটি রং থাকুক হালকা নকশায় কিংবা নকশা ছাড়াই। সঙ্গের বৈচিত্র্যময় আকার-আকৃতির কুশনের কভার রাখা হোক হলুদ, হালকা নীল, সি গ্রিনের মতো নানান রং কিংবা সাদা-কালোর সমন্বয়ে। ফুলেল, জ্যামিতিক বা জামদানি মোটিফ থাকতে পারে কুশন কভারে। ঘরে থাকা কুশন ও কুশন কভার কিন্তু নিজেরাই 'কাস্টমাইজ' করে নিতে পারেন 'গৃহবন্দী' সময়ে। পর্দায় স্বাচ্ছন্দ্য, মেঝেটা যেমন হালকা বা গাঢ় যেমনই হোক পর্দার রং, তা যেন হয় নিউট্রাল (প্রশমিত) রং। একাধিক স্তরের পর্দা হলে নেট বা টিস্যু কাপড়ের পাতলা স্তরটি সাদা হোক, অফুরন্ত দিনের আলো আসুক এই স্তর দিয়ে, বজায় থাকুক অন্দরের গোপনীয়তাও। ভারী স্তরটি হোক আসবাবের গদির রঙে রাঙানো। তবে ভারী স্তরটি চাপা সাদা রঙের হলে অবশ্য পাতলা স্তরটিও চাপা সাদাই ভালো। পাটির বুনট, ক্রুশকাঁটা বা পাটের ম্যাট কিংবা জ্যামিতিক মোটিফের কার্পেট বিছিয়ে দিতে পারেন মেঝেতে।

কমলালেবুর চেয়েও ৪গুন বেশি উপকারী এই ফল

ভিটামিন সি''র ঘাটতি হলে শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে। তাই চিকিতকরা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলমূল বেশি বেশি খেতে বলেন। ফলের মধ্যে পুষ্টিগুণে অন্যতম হলো পেয়ারা। একটি পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর ভিটামিন এ। একটি কমলা থেকে প্রায় ৪ গুণ বেশি ভিটামিন সি আর একটি লেবুর চেয়ে ১০ গুণ বেশি ভিটামিন এ পাওয়া যায় একটি পেয়ারা থেকে। তাই তো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহজেই বৃদ্ধি করা যায় পেয়ারা খেয়ে। অন্যদিকে যে কোন ফলের চেয়ে পেয়ারার দামও কম।

ভিটামিনের পাশাপাশি ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং ভিটামিন বি-২ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে পেয়ারায়। করোনার এই সময়ে শরীরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইমিউনিটি বুস্টের ভালো মাধ্যম হতে পারে পেয়ারা বলে মনে করছেন পুষ্টিবিদরা। এছাড়া পেয়ারায় রয়েছে নানা পুষ্টিগুণ। যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপকার করে থাকে। পেয়ারা খেলে কি কি উপকার পাওয়া সম্ভব তা এবার জেনে নিন.

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতেও পেয়ারা বেশ কার্যকর। এতে থাকা লাইকোপিন, ভিটামিন সি, কোয়ারসেটিনের মতো অনেক এ্যান্টিঅক্সিজেন উপাদান শরীরে থাকা ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি রোধ করে পাশাপাশি প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

মুখরোচক এ ফলটি খেতেই কেবল সুস্বাদু নয় কাজের দিক থেকেও পেয়ারা ডায়াবেটিসসহ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর। বিভিন্ন ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা যেমন ব্রংকাইটিস সারিয়ে তুলতেও পেয়ারা বেশ উপকারী।

কাঁচা পেয়ারা ঠাণ্ডা, কাশি সারিয়ে তুলতে বেশি সহায়ক। অন্যদিকে পেয়ারা ছাড়াও এর পাতাতেও রয়েছে ঔষধি গুণাবলি। পেয়ারা পাতার রস মেয়েদের ঋতুস্রাবের সময়ে পেটে ব্যথার সমস্যা দূর করতে বেশ সহায়ক। পেয়ারায় থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করতে বেশ কার্যকর। পেয়ারা শুধু কাঁচা খাওয়া ছাড়াও আচার, জেলি কিংবা পেয়ারার শরবত করে খেলে রুচি বাড়বে। পাশাপাশি ভিটামিনের অভাব দূর করবে। এই সময়ে যারা ঘরে অবস্থান করছেন, তারা খাবার তালিকায় পেয়ারা রাখতে পারেন। এতে করে ওজন যেমন হ্রাস পাবে তেমনি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতেও কাজ করবে। অন্যদিকে যারা ডায়েট করার চিন্তা করছেন তারা খাবার তালিকায় পেয়ারা রাখতে পারেন অনায়াসে। বর্তমান মহামারীর এ সময়ে খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আবশ্যক। তেলজাতীয় খাবার এ সময় এড়িয়ে চলা যেমন প্রয়োজন, তেমনি খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর খাবার রাখাও জরুরি। তাই মৌসুমি ফল হিসেবে পেয়ারা রাখতে পারেন খাবারের তালিকায়। এতে করে শরীরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, আর এর ফলে নানা রোগব্যাধি থেকে সুস্থও থাকতে পারবেন খুব সহজে।

চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকারা শনিবার আগরতলায় গণঅবস্থান করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

রবিবার তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন সোমেন মিত্রর স্ত্রী শিখা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : সব কিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল রবিবার তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন প্রয়াত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর স্ত্রী শিখা মিত্র। এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন। গত ১৭ আগস্ট প্রয়াত সোমেনের বাৎসরিক কাজের দিনই ফোন করে শিখার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরদিনই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তৃণমূলে যোগদানের প্রস্তাব দিয়ে আসেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায়।

সূত্রের খবর, ওই দিনই তৃণমূলে যোগদানের ব্যাপারে নিজের সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলেন শিখা। তৃণমূলের শাখা সংগঠন বঙ্গজননীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন সোমেন-জায়া। আর তৃণমূল শিবিরের এমন প্রস্তাব পেয়ে শিখা জানিয়েছিলেন, তিনি তৃণমূল ছাড়ার পর আর কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেননি। তাই তৃণমূলে ফের যোগ দিতেও তাঁর অসুবিধা নেই। সূত্রের খবর, রবিবার দক্ষিণ কলকাতার এক হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলে যোগদান করানো হতে পারে শিখাকে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কংগ্রেসে যোগদান করেন সোমেন। শিখাও চৌরঙ্গির বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেন। এই ঘটনার দীর্ঘ সাত বছর পর রবিবার তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন হতে পারে শিখার। সূত্রের খবর, তাঁকে সরকারি কোনও কমিটির দায়িত্বও দেওয়া হতে পারে।

দিল্লিতে প্লাস্টিক তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন, শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত বিপত্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের আগুন-আতঙ্ক! এবার আগুন লাগল দিল্লির একটি প্লাস্টিক তৈরির ফ্যাক্টরিতে। শনিবার সকালে দিল্লির ফ্রেন্ডস কলোনি শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। সকাল ৬.১২ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরই পৌঁছে যান দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকায় ফ্যাক্টরিটি অবস্থিত হওয়ায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। কাছাকাছি জলের কোনও উৎস ছিল না। পরে দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ৬.১২ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয় ফ্রেন্ডস কলোনি শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত।

আগামী সপ্তাহে ছত্তিশগড়ে যাচ্ছেন রাহুল, ঠাসা কর্মসূচি কংগ্রেস নেতার

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): আগামী সপ্তাহে ছত্তিশগড়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল। এই সফরে বস্তার, মধ্য ও উত্তর ছত্তিশগড়ে যাবেন রাহুল। ভুপেশ বাঘেল সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করবেন রাহুল গান্ধী। কথা বলতে পারেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও।

শনিবারই দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল। রাহুলের সঙ্গে বৈঠকের পর বাঘেল জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে ছত্তিশগড়ে যাবেন রাহুল গান্ধী। তিনি বস্তার, মধ্য ও উত্তর ছত্তিশগড়ে যাবেন। আদিবাসী, কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ ও শিল্পের জন্য আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি, সেই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করবেন রাহুল গান্ধী।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস কেরলে, হলুদ সতর্কতা উত্তরাখণ্ডেও

তিরুবনন্তপুরম ও দেহরাদূন, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কেরলে বৃষ্টি-দুর্ভোগ আপাতত কাটছে নাউ বৃষ্টিতে নাজেহাল দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। এই দুই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কেরলের এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, ত্রিশুর, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কান্নুর, কাসারগড়, কোঝিকোড় ও ওয়ানাডে ''কমলা'' ও ''হলুদ'' সতর্কতা জারি করা হয়েছেউ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত কেরলের এর্নাকুলাম, ইদুক্কি, ত্রিশুর, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কান্নুর, কাসারগড়, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ''কমলা'' ও ''হলুদ'' সতর্কতা জারি করা হয়েছেউ

অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল, বাঘেশ্বর ও পিথোরগড় আগামী দু''দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল, বাঘেশ্বর ও পিথোরগড়ে আগামী দু''দিন হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে, ভূমিধসের কারণে নৈনিতালের ডন বস্কো স্কুলের কাছে হাইওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শনিবার।

দিল্লিতে সক্রিয় রোগী কমে মাত্র ৩৯৩, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়নি কারও

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমেছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৮৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮০ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ২১২ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৮ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৯৩ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৪ শতাংশ।

অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীকে সমন ইডি-র, পৃথক পৃথক দিনে হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি.স.): অর্থ তছরূপ ও কয়লা দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পৃথক পৃথক দিনে তাঁদের দিল্লিতে ইডি-র দফতরে হাজিরার জন্য সমন পাঠানো হয়েছে। অভিষেককে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর এবং রুজিরাকে ১ সেপ্টেম্বর। ব্যাঙ্ক ডিটেলস-সহ হাজিরা দিতে বলা হয়েছে অভিষেক ও রুজিরাকে। সূত্রের খবর, পিনকন-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেকের আইনজীবী সঞ্জয় বসুকেও ডেকে পাঠিয়েছে ইডি।

এর আগে কয়লা দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের স্ত্রী রুজিরাকে কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে জেরা করেছিল সিবিআই। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর বোন অর্থাৎ অভিষেকের শালিকা ও শ্বশুরকে বাড়িতে গিয়ে ও নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন গোয়েন্দারা। এবার ইডি ডাকল অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীকে। ইডির তলবকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, বিজেপি ষড়যন্ত্র করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করছে। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেন, ইডি, সিবিআই-এর ধমকি দিয়ে তৃণমূলকে রোখা যাবে না।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া নৌকাডুবি, ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

ঢাকা, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নৌকাডুবির ঘটনায় শনিবার সকালে একটি শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ নিয়ে ওই ঘটনায় ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা করেছে দমকল বিভাগ। তবে নিখোঁজ স্বজনের অপেক্ষায় এখনও শতাধিক মানুষের ভিড় রয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় শতাধিক যাত্রীবাহী নৌকাটি একটি মালবাহী নৌযানের ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনায় ডুবে যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া দমকল বিভাগের আধিকারিক মহম্মদ তৌফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, """এই পর্যন্ত আমরা ২২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আর কেউ নিখোঁজ আছে বলে আমাদের কাছে দাবি করেনি।""" নিখোঁজ থাকার তথ্য থাকলে তাদের উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানানা। ডুবে যাওয়া নৌকাটির ভেতরে কোন মৃতদেহ নেই বলে তিনি বলছেন। তবে এখনও অন্তত ৩০ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে তাদের স্বজনরা দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকালে সাড়ে চারটার দিকে চম্পকনগর ঘাট থেকে ১৫০ জনের বেশি যাত্রী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে ট্রলারটি রওনা হয়। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বিজয়নগরে লইছকা বিলে বালুবাহী একটি স্টিলের নৌকার সঙ্গে যাত্রীবাহী নৌকাটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। নৌকার পেছনে থাকা আরেকটি বালুবাহী ট্রলার ছিল, সেটিও এই নৌকাকে সজোরো ধাক্কা দিলে যাত্রীবাহী নৌকাটি উল্টে ডুবে যায়।

'ভারত শৃঙ্খলা' (বিএইচ) নামে নয়া রেজিস্ট্রেশন সিরিজ ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : নতুন যানবাহনের জন্য এক নতুন রেজিস্ট্রেশন মার্ক পেশ করল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রক। 'ভারত শৃঙ্খলা' (বিএইচ) নামের এই রেজিস্ট্রেশন মার্ক থাকলে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যানবাহন নিয়ে গেলে আর নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে না।

শনিবার সকালে এক নয়া বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে মন্ত্রকের তরফে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তবে এই সুবিধা সকলের জন্য নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মী, প্রতিরক্ষা কর্মী, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা যাদের চার বা ততোধিক রাজ্যে শাখা রয়েছে তারাই এই নতুন সুবিধা পাবে।

এতদিন পর্যন্ত চালু নিয়মে যানবাহন আইন, ১৯৮৮-র ৪৭ নম্বর ধারাকেই অনুসরণ করা হত। অর্থাৎ অন্য রাজ্যে গাড়ি নিয়ে গেলে তা ১২ মাসের মধ্যে নতুন রেজিস্ট্রেশন করাতে হত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১২ মাসই তা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ভিনরাজ্যে রাখা যেত। সেই নিয়ম এবার বদলাচ্ছে। নিঃসন্দেহে নয়া নিয়ম স্বস্তি দেবে অনেককেই। 'ভারত শৃঙ্খলা' তথা বিএইচ রেজিস্ট্রেশন মার্ক থাকা যানবাহনকে আর এই ধরনের কোনও ঝক্কির মধ্যে থাকতে হবে না। নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের ঝামেলায় পড়তে হবে না।

চাকরি কেলেংকারি, দোষী চিহ্নিত গুয়াহাটি পৌরনিগমের ৪০ জন কর্মচারী, ব্যবস্থা নেবে সরকার : মন্ত্রী সিংঘল

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটি পৌর নিগমের ৪০ জন কর্মচারীকে চাকরি কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। জানিয়েছেন গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অশোক সিংঘল।

শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী সিংঘল জানান, তদানীন্তন সরকারের আমলে গুয়াহাটি পৌর নিগমে চাকরির নামে সংঘটিত হয়েছিল ভয়ংকর দুর্নীতি। চাকরি কেলেংকারির তথ্য আসার পর হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকরা ঘটনার তদন্ত করতে গুয়াহাটি পৌর নিগমের কমিশনারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে ৪০ জন কর্মচারীকে কেলেংকারির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মন্ত্রী সিংঘল জানান, চিহ্নিত ৪০ দোষী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার। তিনি বলেন, এতজন কর্মচারী দোষী বলে তদন্ত প্রক্রিয়া এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত যে সকল আধিকারিক, কর্মচারী, মন্ত্রী বা আমলা জড়িত, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। অশোক সিংঘল বলেন, মন্ত্রী, আমলা, আধিকারিক, কর্মচারী, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নেন। এঁদের সকলের বিরুদ্ধে যাবতীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আশ্বস্ত করেন সিংঘল। তিনি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে থানায় মামলা রুজু হতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী ভিজিলেন্স বা সিবিআই, যে কোনও স্তরে হবে তদন্ত, জানান গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অশোক সিংঘল।

গো-মাতার চেয়েও আন্তঃরাজ্য সীমা সুরক্ষায় বেশি গুরুত্ব দিতে সরকারকে পরামর্শ কংগ্রেস নেতা অপূর্বের

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : অসমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব খারাপ। রাজ্যের নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। গো-মাতার সুরক্ষায় অধিক গুরুত্ব না দিয়ে আন্তঃরাজ্য সীমা সুরক্ষায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস।

বিজেপি সরকারের কাজকর্মের কঠোর সমালোচনা করার পাশাপাশি চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। কোনও রাখঢাক না রেখে তিনি বলেন, অসমে ফের ঘুরে এসেছে সেই কালো দিন। ডিমা হাসাও জেলায় পাঁচটি কয়লা বোঝাই ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করে পাঁচ চালক ও খালাসিকে হত্যা করেছে তথাকথিত উগ্রপন্থীরা। এতেই স্পষ্ট, অসমে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই।

অপূর্ব বলেন, রাজ্যের আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকায় অব্যাহত আগ্রাসন রোধে এবং শংকিত সীমান্তবাসী জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে যথোচিত গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে অসম ভূখণ্ডের ওপর হামেশা আক্রমণ চালিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি। এর আগে কখনও প্রতিবেশী রাজ্য এ ধরনের যুদ্ধংদেহি আগ্রাসন প্রদর্শন করেনি। এটা সরকারের আত্মসমর্পণ না অসহায়হীনতা? মিজোরামের ঘটনার পরও অসম সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি বলে অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য। হিমন্তবিশ্ব সরকারের কড়া সমালোচনা করে গো-মাতার সুরক্ষায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করার পরিবর্তে, সরকারকে আন্তঃরাজ্য সীমা সুরক্ষায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে পরামর্শ দেন অপূর্ব। সরকারের কাছে তাঁর প্রশ্ন, আর্থিক তথা প্রশাসনিক স্তরে সংস্কার এনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সত্যি কি শূন্য সহনশীল নীতি পালন করছে? তিনি বলেন, দুর্নীতির পর্বতসম সম্পত্তির অধিকারী অসম অসামরিক সেবা (এসিএস) আধিকারিক সাইবুর রহমানের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়াকিবহাল। কিন্তু একই সময়ে তদন্তের আওতাধীন দুর্নীতিপরায়ণ সাইবুর রহমানের মতো বহু আমলা-আধিকারিক এখনও কার আশীর্বাদে নিরাপদে অবস্থানে রয়েছেন, সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খুব ভালোভাবেই অবগত।

কংগ্রেস নেতা অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য বলেন, গুয়াহাটির বেতকুচি অঞ্চলে হাইওয়ে সংলগ্ন 'নর্থ-ইস্ট অ্যালায়েড এগ্রিকালচার অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি' নামে একটি এনজিও-র নামে আবণ্টিত ছয় (৬) বিঘা সরকারি জমি ভুয়ো প্রিমিয়াম রশিদের বলে নিজের নামে পঞ্জিয়ন করে পরে জনৈক আগরওয়ালা নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করার মতো ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা পরিচিত। ভবিষ্যতে তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থের বিরুদ্ধে অসম পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে কিনা জানতে চেয়েছেন তিনি। এই প্রশ্ন তুলে এপিসিসি-র সাধারণ সম্পাদক বলেন, সমগ্র অপরাধ কার্যের সঙ্গে জড়িতদের নাম প্রতিবেদনে সন্নিবিষ্ট অসম অসামরিক আধিকারিক কয়েকজনের বিরুদ্ধেও আজ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি কেন, এই প্রশ্নও তুলেছেন অপূর্ব ভট্টাচার্য।

বলেন, দেশের ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক অবস্থাকে জোড়া দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অষ্টলক্ষ্মীর দেশ অসমের সম্পদ বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পলিসি'-র অধীনে আদানি এবং আম্বানিকে বিমানবন্দর, রেল স্টেশন ছাড়াও নিউ ফিল্ডে অবস্থিত 'সাই' ক্রীড়া প্রকল্প, মার্ঘেরিটার কয়লা ক্ষেত্র, গুয়াহাটি-শিলং জাতীয় সড়ক, বারাউনি পর্যন্ত বিদ্যমান গ্যাসের পাইপ লাইন ইত্যাদি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মোদী। ফলে অসমবাসীকে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে এখন থেকেই সজাগ হওয়ার জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য আহ্বান জানিয়েছেন।

যে রাজ্যে পা রাখব সেটাই দখল করব, অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : "যে রাজ্যে পা রাখব সেটাই দখল করব। ধমকে চমকে তৃণমূলকে আটকে রাখা যাবে না।" শনিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে ফের একবার শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বললেন, আর শুধু বাংলায় নয়, এবার গোটা দেশেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে তৃণমূল। তুলে আনলেন বাংলায় বিজেপির পরাজয়ের কথা।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের ভারচুয়াল অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন অভিষেক। তাঁরা মিনিট সাতেকের বক্তব্যের সিংহভাগ জুড়েই ছিল ত্রিপুরার কথা। বঙ্গজয়ের পর থেকে উত্তর পূর্বের বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য ত্রিপুরা দখলের উদ্দেশে ঝাঁপিয়েছে তৃমমূল। পদে পদে সেখানে বাধা পাচ্ছে ঘাসফুল শিবির। এদিন সেই বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ারই বার্তা দিলেন অভিষেক। কী বললেন তিনি? অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, "যেখানে যেখানে বিজেপি রয়েছে। সেখানে মানুষ পদদলিত। সেই রাজ্য বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে আনব। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব। সেই লক্ষ্যে অবিচল আমরা।" তাঁর কথায়, "ইডি-সিবিআই দিয়ে তৃণমূলকে ধমকে চমকে লাভ নেই।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পাথারকান্দির তনুশ্রী এখন কলকাতার টিভি সিরিয়ালের 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা'

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার অন্যতম পশ্চাদপদ গ্রাম তিলভূমের মেয়ে তনুশ্রী এখন কলকাতার স্টার জলসা নিবেদিত নতুন ধারাবাহিক 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা'য় অভিনয় করছেন। এই খবরে ব্যা পক উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা। বছর পঁচিশের মেয়ে তনুশ্রী চক্রবর্তীর জন্মভিটে পাথারকান্দির তিলভূমে হলেও তাঁর বাপ-দাদাদের আদি নিবাস ছিল উত্তর ত্রিপুরার দেওয়ানপাশা গ্রামে।

তিলভূমের নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পাঠ শেষ করে তনুশ্রী ভরতি হন করিমগঞ্জের এমএমসি স্কুলে। ওই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ভরতি হন করিমগঞ্জের রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজে। রবীন্দ্র সদন থেকে ২০১৮ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ঝুঁকে পড়েন তাঁর স্বপ্নের অভিনয় জগতের প্রতি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক তনুশ্রীর বাবা ছোট মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে শিলচরের 'ইচ্ছেডানা' আয়োজিত ছয় মাসের এক থিয়েটার কর্মশালায় নিয়ে ভরতি করে দেন। এতেই ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে তনুশ্রীর।

পরবর্তীতে ২০১৯ সালে মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আকাশপথে কলকাতায় পাড়ি জমান তনুশ্রী। কলকাতায় গিয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যে তিনি নিজের অভিনয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেখানকার অনেক পরিচালকদের মন জয় করে নেন। একসময় 'জি বাংলা'র 'জীবনসাথী' ধারাবাহিকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অমিত রায়ের পরিচালনায় বাংলা টেলিফিল্ম দৃশ্যাবৃত্তি ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করারও সুযোগ লাভ করেন তনুশ্রী চক্রবর্তী। সম্প্রতি তিনি জনপ্রিয় স্টার জলসার 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা' টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করার সুযোগ পান।

এদিকে টেলিভিশন অভিনেত্রী তনুশ্রীর বাবা অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক রূপক চক্রবর্তী করিমগঞ্জের এক ভাড়াটে বাড়িতে স্ত্রী ও এক কন্যাকে নিয়ে বসবাস করছেন। তনুশ্রীর কাকু অজয় চক্রবর্তী আজও তিলভূমের বাড়িতে বসবাস করছেন। পেশায় তিনি স্থানীয় বালুরবন্দ চা বাগানের চিকিৎসক। তাঁর বড়ভাই তথা তনুশ্রী চক্রবর্তীর বাবা রূপক চক্রবর্তী দীর্ঘদিন পাথারকান্দি শিক্ষাখণ্ডের অধীন রসিকনাথ হাইস্কুলে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে বিগত ২০১৬ সাইলে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

পাথারকান্দিতে লঙ্গাই নদীর ভাঙন, ভিটেমাটি হারিয়ে বহু পরিবারের মানুষ আশ্রিত টিলাভূমিতে

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে লঙ্গাই নদীর করাল গ্রাসে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বহু পরিবারের বাড়িঘর নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। এতে বাধ্য হয়ে জীবমরক্ষার তাগিদে সমস্যারগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের সদস্য নিকটবর্তী উঁচু টিলায় অথবা কেউ কেউ অন্যাত্র গিয়ে বাড়িঘর তৈরি করতে হচ্ছেন। বিগত দিনে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর আসাইঘাট গ্রামের একাংশ এলাকা লঙ্গাই নদীর ভয়াবহ ভাঙনের কবলে পড়লে প্রায় অর্ধশতাধিক পরিবারের সদস্যরা ছিন্নমূল হয়ে লাগোয়া টিলা ভূমিতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেই ধারা প্রায় প্রতিবছর গ্রামবাসীদের তাড়া করে। এবারও ভয়াবহ নদীবাঁধ ভাঙনে নতুন করে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পাথারকান্দির বুরুঙ্গা জিপি-র পয়লামুলি গ্রামে। নদী ভাঙনের ফলে বর্তমানে এলাকার একাংশ গৃহস্থের বসতবাড়ি নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামে নির্মীয়মাণ পিএমজিংএসওয়াই সড়কের একটি অংশও নদীগর্ভে বিলিন হওয়ার পথে। ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতিতে অনেকে গ্রাম ছেড়ে অন্য ত্র আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছেন। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নদী ভাঙনের জন্য স্থানীয়রা জলসম্পদ বিভাগের চূড়ান্ত গাফিলতিকে দায়ী করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাথারকান্দির স্থানে স্থানে অবৈধভাবে লঙ্গাই নদীতে মোটর লাগিয়ে বালু সংগ্রহ করার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। গত বছর বর্ষার মরশুমে ভারী বৃষ্টিপাত হলেও তেমন বন্যা না হওয়ায় কোনওক্রমে স্থানীয়রা প্রকৃতির রোষানল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। ফলে গেল বছর স্থানীয়দের কোনও প্রকারে কেটে যায়। কিন্তু এবার ভারী বর্ষার ফলে গোটা এলাকায় লঙ্গাই নদী নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাতে শুরু করায় প্রমাদ গুণছেন গ্রামের মানুষ। সমস্যাক নিরসনে স্থানীয় আতঙ্কগ্রস্থরা জেলাশাসক সহ জল সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিশ্বভারতীর আন্দোলনকে 'গুন্ডামি' বলে মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : বিশ্বভারতীতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলনকে 'গুন্ডামি' বলে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শনিবার সকালে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপবাবু বলেন, 'বিশ্বভারতীকে রাজনীতির আখড়া করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুন্ডামি করার জায়গা নয়। বিশ্বভারতী আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার। এইসব করে শান্তিনিকেতনের গরিমা নষ্ট করা হচ্ছে।'

বিশ্বভারতীর ৩ পড়ুয়াকে বহিষ্কার করার জেরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি এখন বিশ্বভারতীর কর্মসমিতিকে কার্যত তাঁর একক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। এর প্রতিবাদেই বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই সেখানে আন্দোলন শুরু করেছে। শুক্রবার রাত থেকে নিজের বাংলোতে ঘেরাও হয়ে বসে আছেন উপাচার্য।

বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের এহেন আচরণকে 'গুন্ডামি' বলে দেগে দিলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা ব্যবস্থার যেমন অন্তর্জলি যাত্রা হয়ে গিয়েছে। আইন শৃঙ্খলারও তাই অবস্থা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা গুন্ডামি করার জন্য নয়। রাজনীতি করার জন্য নয়। আমাদের কাছে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী একটা গর্বের বিষয়। সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। কবি গুরুর নাম জড়িয়ে রয়েছে। এখানে যদি রাজনীতির আখড়া করতে চায়, আমার ধারনা তারা যে বাংলার ঐতিহ্য পরম্পরার কথা বলেন নিজের হাতে সেটা শেষ করছেন।'

প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর তিন পড়ুয়াকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে উপাচার্যর বাড়ির সামনে রাতভর বিক্ষোভে সামিল পড়ুয়াদের একাংশ। রাস্তার ওপরে লেখা হয়েছে স্লোগান। গতকাল রাত থেকেই উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে প্রতিবাদ অবস্থানে বসেন পড়ুয়াদের একাংশ। বিশ্বভারতীর কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের তর্কাতর্কি হয়। এক কর্মীর বিরুদ্ধে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ তুলে শান্তিনিকেতন থানায় নালিশ জানান আন্দোলনরত এক পড়ুয়া। পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সংঘাত ঘিরে শান্তিনিকেতনের পরিবেশ নিয়ে আশঙ্কায় আশ্রমিকরা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শনিবার ৮ দাবিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

পুজোয় কোভিড বৃদ্ধির আশঙ্কা জানিয়ে রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : সামনেই উৎসবের মরসুম। সেই সময় দেশের কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেরল ছাড়া দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে সংক্রমণ পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেরলের অন্যতম প্রধান উৎসব ওনামের পরেই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে বলে পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা সব রাজ্যকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবদের পাঠানো চিঠিতে উৎসবের সময় কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এক গুচ্ছ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবর মাসজুড়ে গোটা দেশেই চলবে নানা উৎসব। তার আগে বিভিন্ন রাজ্যের কিছু কিছু জেলায় পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যে সব জেলায় সংক্রমণের হার বেশি বা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সেখানে স্থানীয় প্রশাসনকে কড়া হাতে সংক্রমণ মোকাবিলার নির্দেশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন্দ্রের পাঠানো চিঠিতে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, উৎসবের মরসুমে বড় জমায়েত এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে সব রাজ্যকে। দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই লকডাউনের কড়াকড়ি বা বিধিনিষেধ উঠে গিয়েছে। এর জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাবও প্রকট হয়েছে। অনেকে জায়গাতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার কমার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বাজারে বা গণ পরিবহনে দূরত্ববিধিও শিকেয় উঠেছে। এই শিথিলতা কড়া হাতে মোকাবিলার কথাও বলেছে কেন্দ্র। করোনা-বিধি যাতে যথাযথ ভাবে পালন করা হয় সে জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে জরিমানা করার বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। সেই সঙ্গে টিকাকরণ বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মালদায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৩ দুষ্কৃতী

মালদা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল মালদা থানার পুলিশ। পুরাতন মালদার শহর লাগোয়া সদরঘাট এলাকায় ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র, পাঁচটি কার্তুজ, দু'টি বাইক ও তিনটি মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম পুরাতন মালদা সাহাপুরের বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান উকিল মণ্ডলের ভাইপো আকাশ মণ্ডল। শনিবার জানা গিয়েছে, ধৃত আকাশ মণ্ডল এর আগেও কয়েকটি মামলায় জড়িত ছিল। গত বিধানসভা ভোটে মালদা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক গোপাল সাহাকে গুলি করার ঘটনায় জড়িত ছিল সে। শুক্রবার রাতে এই তিন যুবক জড়ো হয়ে কোনও বড়সড়ো অপরাধমূলক কাজ করার ছক কষছিল বলে খবর পায় পুলিশ। সেইমতো অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। এদিন ধৃতদের জেলা আদালতে পাঠানো হয়। হিন্দুস্থান সমাচার

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক** : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস** : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জাতীয় মিশন প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই)-র সফল বাস্তবায়নের সাত বছর হল। শনিবার ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, "অর্থ মন্ত্রক সমাজের প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে মন্ত্রক উদ্যোগী হয়েছে। সমন্বিত উন্নয়নের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে জাতীয় স্তরে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রথাগত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র মানুষের সঞ্চয়ের অর্থ নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তাঁদের অসাধু মহাজনদের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। গ্রামে দরিদ্র মানুষরা যে টাকা পাঠান, তার পুরোটাই যাতে তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছয়, সেটি এর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হবে। এই লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা চালু করা হয়। পিএমজেডিওয়াই — এর সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৩ কোটি ৪ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীর ১৪৬২৩১ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক লেনদেন হয়েছে। ২০১৫'র মার্চ মাসে পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট ছিল ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ, এবছরের ১৮ অগাস্ট তা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৩ কোটি ৪ লক্ষ। জন ধন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ৫৫ শতাংশই মহিলা। এ ছাড়াও মোট অ্যাকাউন্টের ৬৭ শতাংশ আকাউন্ট হোল্ডার গ্রামীণ এবং আধা-শহর ও আধা-গ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা।৪৩ কোটি ৪ লক্ষ পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্টের মধ্যে ৮৬ শতাংশ বা ৩৬ কোটি ৮৬ লক্ষ অ্যাকাউন্ট সক্রিয় রয়েছে। পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে ৩১ কোটি ২৩ লক্ষ রুপে কার্ড দেওয়া হয়েছে। কোভিড লকডাউনের সময় মহিলা পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের পিএম গরিব কল্যাণ যোজনার ৩০,৯৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রায় ৫ কোটি ১০ লক্ষ পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নানা সুবিধা পেয়েছেন।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গাড়ির নিচে চাপা পড়ে চালকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

ব্যবসায়ীদের

● প্রথম পাতার পর

পুর পরিষদের অফিসে তাদের এক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাদের বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এরপর অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেনা।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমবাসা বাজার কমিটির সেক্রেটারি অমৃতা রায় জানান, বর্তমানে আমবাসা বাজারের জল নিষ্কাশন এর জন্য ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। এ কারণে যারা অস্থায়ীভাবে সপ্তাহে প্রতিদিন বাজারে ব্যবসা করেন তাদেরকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আর যে সকল ব্যবসায়ীরা অবরোধে বসেছেন তারা শুধুমাত্র হাটবার দিন বাজারে আসেন ব্যবসা করতে। ভুল বুঝাবুঝির জন্যই এমনটা হয়েছে। যদিও তাদেরকে বিকল্প জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়েছে।

বিএমএস

● প্রথম পাতার পর

বি এম এস নেতারা। রাস্তায় চলাচল করা প্রত্যেক গাড়ি থেকে কাগজপত্র চেকিং করে ট্রাফিকের মত করে ফাইন আদায় করছে বিএমএস কর্মীরা। প্রশ্ন উঠছে বিএমএস কর্মীরা কি করে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করে? পুরো ঘটনা সম্পর্কে যখন বিএমএস এর এক নেতাকে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি জানান তাদের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে তারা বিশালগড় অটোচালকদের কাছ থেকে ফাইন আদায় করছে। কিন্তু যখন উনার কাছে রাজ্য কমিটির প্রদান করা লিখিত প্রতিলিপি সাংবাদিকরা চায় তখন কথার ১৮০ঃ ঘুরিয়ে জেলা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে টাকা তোলা হচ্ছে বলে জানান।

কিন্তু জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের কোনো লিখিত প্রতিলিপিও দেখাতে পারেননি বিএমএস নেতারা।এদিন যে নেতারা রাস্তায় ফাইন তুলছিলেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও রীতিমতো প্রশ্ন তুলেছে স্থানীয়রা। অভিযোগ যে নেতারা এদিন জাতীয় সড়ক আটকে ফাইন তুলছিলেন তারা বিগত দিনে সিপিএম সমর্থক বলেও দাবি একাংশের। এখন দেখার তুল্লা আদায়কারীরা কি আদতেই শাসক দলের।

পাচরা তৈরির করার জন্য ২ কেজি করে ২১ জনকে সুতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮শে আগস্ট:- উদয়পুর মহকুমা কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের কাকড়াবন আর ডি ব্লকের অর্ন্তগত উত্তর শিলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হল ঘরে এক সেমিনারের মধ্য দিয়ে উত্তর শিলঘাট উপজাতি মহিলাদের পাচরা তৈরি করার জন্য ২কেজি করে ২১জন উপজাতি মহিলাকে ৪২ কেজি সুতা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান সুপ্রিয়া সাহা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুপ্রিয়া সাহা জানান এডিসি এলাকা গুলোতে উন্নয়নের জোয়ারে এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সাজিয়ে দেওয়া হবে। কাকড়াবন আরডি ব্লক থেকে অনেক উপজাতি ভাই ও বোনদের স্বাবলম্বনের বিভিন্ন স্কিম দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও অধিক পরিমাণে দেওয়া হবে। এ ছাড়া পঞ্চায়েতে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিসারীদের স্বাবলম্বন করার পরিকল্পনায় এগিয়ে আছে কাকড়াবন আরডি ব্লক। আজকের এই পাচার তৈরির সুতা পেয়ে উপস্থিত সুবিধাভোগীরা যার পর নাই খুশি।

করোনা-সতর্কতা নিয়ে কেন্দ্রের চিঠিতে উপনির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : উৎসবের মরশুমে করোনা-সতর্কতা নিয়ে কেন্দ্রের চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচন ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অতিমারির সম্ভাব্য তৃতীয় প্রবাহর আশঙ্কাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের উপনির্বাচন স্থগিত হয়ে যাবে কিনা, এমন প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। কেন্দ্রের পাঠানো সতর্কতার চিঠিতে বলা হয়েছে, উৎসবের মরসুমে বড় জমায়েত এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে সব রাজ্যকে। এই চিঠি রাজ্যের সাত আসনে উপনির্বাচনের সম্ভাবনাতেও কাঁটা হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাত আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজরে ভবানীপুর। কারণ, তৃণমূলের ঘোষণা মতো ওই আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো এবং করোনা তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা বাড়ার আগেই সেই ভোটপর্ব মিটিয়ে ফেলার দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকেও দলের মত জানানো হয়েছে। অন্য দিকে, বিজেপি ৫ নভেম্বরের আগে উপনির্বাচন চাইছে না। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। আর সেই ছ'মাস পূর্ণ হচ্ছে ৫ নভেম্বর। এই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই কেন্দ্রের এই চিঠি বিজেপি-র দাবিকে জোরালো করতে পারে। কারণ, রাজ্য বিজেপি যে সব যুক্তিতে এখনই উপনির্বাচন না করার পক্ষে মত দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ দেখানো হয়েছে করোনা পরিস্থিতি।

পুলিশ হেফাজতে ফের অসুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভরতি হাসপাতালে

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন ফের অসুস্থ হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিজেপি নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত শ্যামাপ্রসাদবাবুর শনিবার উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা দেখা দেয়। তড়িঘড়ি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই হাসপাতালেই আপাতত ভরতি রয়েছেন তিনি।

গত ২২ আগস্ট রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। আপাতত পুলিশ হেফাজতেই রয়েছেন তিনি। চার-পাঁচদিন আগেও পুলিশ হেফাজতে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। শনিবার ফের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয় প্রাক্তন মন্ত্রীর। এদিন চিকিৎসকদের পরামর্শে হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। সম্প্রতি পুলিশে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করেন বিষ্ণুপুরের এসডিও কুতুবউদ্দিন খান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুখপাত্র

● প্রথম পাতার পর

বলেন, ত্রিপুরায় এসে কুনাল ঘোষ মুখ দেখান কিভাবে বুঝতে পারছি না। চিটফান্ডের টাকা লুটে খেয়েছেন তিনি, ত্রিপুরায় মানুষ অত্যন্ত সহনশীল বলেই চুপ রয়েছেন।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব।

এদিনই তিনি রাজ্য অথিতিশালায় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তবে, আজ ওই পর্যালোচনা বৈঠক সমাপ্ত হয়নি। আগামীকাল ফের তিনি পর্যালোচনা করবেন। এদিনের বৈঠকে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, মুখ্য সচিব কুমার অলক সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা।

রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার উপর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে দপ্তরকে বছরভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আজ স্টেট গেস্ট হাউজে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের স্পনসরড বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পর্যালোচনা সভায় তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশে স্বসহায়ক দলগুলিকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে দপ্তরকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। পশুপালন, মৎস্যচাষ, কৃষি ইত্যাদি প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে স্বসহায়ক দলগুলিকে বেশি করে যুক্ত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকায় রেগার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি সম্পদগুলি রক্ষণাবেক্ষণের উপরও নজর দিতে হবে। রেগার মাধ্যমে যে সমস্ত পুকুর খনন করা হবে তার দু'পাশে বিভিন্ন প্ল্যান্টেশন করার জন্যও তিনি বলেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ) যে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘরের ম'রি পাওয়া গেছে তা প্রদানের কাজ দ্রত শুরু করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) যে ঘরগুলির নির্মাণ কাজ চলছে তা দ্রত সম্পন্ন করার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গ্রামোন্নয়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সহ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে ঘর প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মিশন মুডে কাজ করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় নির্মিত রাস্তাগুলি সারাইয়ের কাজ গুরুত্ব সহকারে দেখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিতে পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাকা ঘর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এই সমস্ত কাজে আরও গতি আনার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পর্যালোচনা সভায় এমজিএন রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে।

বিলোনিয়ায় ১৫ দফা দাবিতে মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ আগস্ট ।। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শনিবার ১৫ দফা দাবিতে বিলোনিয়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির ডাকে আয়োজিত হয় মিছিল। মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের রনসাজ পরিলক্ষিত হয়েছে। যাতে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায় সে জন্যই সকাল থেকে পুলিশের রণসাজ বলে জানা গেছে।

প্রশাসনের আগাম অনুমতি নেওয়ার পরেও মিছিল করা নিয়ে পুলিশের তালবাহানা ছিল। এমনই অভিযোগ রয়েছে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে। শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ পনের দফা দাবি আদায়ের মিছিলটি সংগঠিত হয় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস প্রাঙ্গন থেকে। স্লোগানে সোচ্চার মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পথ পরিক্রমা করার পর হাসপাতাল রোড হয়ে ফিরে আসে এক নং টিলা শ্রমিক স্মৃতি সৌধের সামনে। সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেনের সভাপতিত্বে হয় সেখানে দাবি আদায়ের সভা।

দাবি আদায়ের সভাতে উপস্থিত ছিলেন, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, পার্টির মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বিধায়ক তথা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস, জিএমপি নেতা পরীক্ষিত মুড়াসিং, বিধায়ক তথা সিপিআইএম নেতা যশবীর ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ভয় ভীতি, আক্রমন উপেক্ষা করেই তারা মিছিলে অংশ নেন। শাসকদল বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্দোলনে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন নেতৃবৃন্দ।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

গেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন বলেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের নমুনা দেখা যাচ্ছে। বিরোধীরা সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বাইরে বের হলে বিজেপি আশ্রিত গুন্ডারা মারছেন। বাড়ির ভেতর কর্মসূচি পালনেও তাঁরা মারমুখী হচ্ছেন। তাতে তৃণমূল দমে যাবেনা, হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি। ওই ঘটনায় বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ত্রিপুরায় অস্থিরতা তৈরী করা তৃণমূলের আসল উদ্দেশ্য। অবশ্য তাঁদের মধ্যে বিভাজন আছে তা প্রমাণিত। আজকের ঘটনা দলীয় অন্তর্কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ফের

● প্রথম পাতার পর

শনিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে একদিনের গণ ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। আন্দোলনে শামিল হয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা চাকরিচ্যুত হননি। সরকারের নিয়োগ নীতির ত্রুটির কারণে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এর দায় চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নয়। সরকারের ভুলের কারণে তাদের চাকরীচ্যুত হতে হয়েছে। ভুলের মাশুল কেন দেব, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

তাদেরকে পুনরায় চাকুরীতে নিয়োগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলনকারীরা আরো বলেন শুধু তাদের ক্ষেত্রেই নয় কোন নিয়ম নীতিতে আরো অনেকেই চাকরি পেয়েছেন। তাদেরকে কিভাবে চাকরিতে বহাল রাখা হয়েছে সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন দাবি পূরণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানান আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রের বিকাশে কাজ করছে সরকার। এক্ষেত্রে স্বসহায়ক দল তৈরির মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভরতা এবং রোজগার তৈরির উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ চলছে। এসএইচজি গ্রপের সদস্যদের বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রোজগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সর্বত্র কাজ চলছে। তিনি বলেন, ঋণ প্রদান সহ বিভিন্নভাবে স্বসহায়ক দলগুলিকে আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। এক্ষেত্রে অনেকাংশেই লক্ষ্যের চাইতেও অধিক স্বসহায়ক দলকে সহায়তা করা হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের। মন্ত্রী আরও বলেন, জনধন অ্যাকাউন্ট করার ফলে বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। এরআগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পরিদর্শন করেন এবং পুজো দেন। সেই সময় তার সাথে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রোজগার তৈরির লক্ষ্যে বড়মাত্রায় স্বসহায়ক দল গঠন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে প্রায় ৬ গুণের অধিক বেড়েছে স্বসহায়ক দলের সংখ্যা। এরফলে বড়মাত্রায় রোজগার তৈরির সুযোগ রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্নভাবে প্রায় পৌনে ৪০০ কোটি টাকা লগি হয়েছে এক্ষেত্রে। ঘরে বসেই রোজগারের মাধ্যমে এর সুফল পাচ্ছেন স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনজাতিদের জীবনমান বিকাশে ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ১,৩০০ কোটি টাকার যে প্রকল্পের ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী করেছেন, তা রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে। সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জনকল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসীর জন্য হীরা মডেল উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মহিলাদের জন্য রান্নার গ্যাস সংযোগ যেমন দিয়েছেন তার সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও অন্নের ব্যবস্থা করেছেন। সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে রাজ্যে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নির্মিত ঘরকে আরও বড় পরিসরে নির্মাণের লক্ষ্যে আগ্রহী সুবিধাভোগীদের ঋণের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এরফলে ৯ শতাংশ হার সুদে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে এই সুযোগ মিললেও আগামীদিনে অন্যান্য ব্যাঙ্ক দ্বারা এই সুযোগ সম্পসারণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় সুবিধাভোগীরা উপক'ত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আগেই রাজ্যে ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিবাড়িতে পরিশ্রত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের পাশাপাশি রোজগার তৈরিতেও সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে সম্পতি ৫ হাজার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের স্বপের আধুনিক ত্রিপুরা নির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে বিকাশের ভাবনায় কাজ করছে রাজ্য সরকার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণের মাধ্যমেই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে রাজ্যে রোজগার তৈরির লক্ষ্যে কাজ চলছে। এরফলে বড়মাত্রায় মহিলারা এর সফল পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত ১৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ রাজ্যের জনজাতিদের জীবনমান বিকাশে এবং তাদের অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। রাজ্যে লাইভলিহুড মিশন সহ বিভিন্নভাবে রোজগার তৈরি এবং নাগরিকদের আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের স্টল এবং ৫ জন স্বসহায়ক দলের সদস্যার সঙ্গে মতবিনিময় করেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এরপর তিনি নাবার্ডের স্পনসর করা ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মোবাইল এটিএম ভ্যানের ফ্ল্যাগ অফ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার প্রমুখ।

াঙ্গন

নীরজ চোপড়ার সমর্থনে এবার বজরং পুনিয়া, বললেন, অযথা করা হচ্ছে ইস্যু

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী ভারতীয় কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া এবার জ্যাভলিন অ্যাথলেট নীরজ চোপড়ার সমর্থনে বলেছেন, নীরজ চোপড়াকে আরশাদ নাদিমের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বানানো হচ্ছে। টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভেলিন থ্রো ইভেন্ট চলাকালীন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম নীরজের জ্যাভেলিন নিয়েছিলেন, এর পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। বজরং বলেন, ''নীরজ চোপড়াকে আরশাদ নাদিমের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বানানো হচ্ছে। আমরা মাঠে প্রতিপক্ষ কিন্তু বাইরে বন্ধু এবং ভাই। খেলা আমাদের ঘৃণা করতে শেখায় না। এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে শেখায়।

টুইটারে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে নীরজ বলেছিলেন, 'একটি জ্যাভেলিন থ্রো করার আগে প্রত্যেকে সেখানে তাদের বর্শা রাখে, তাই যে কোনও খেলোয়াড় সেখান থেকে বর্শা তুলে নিয়ে অনুশীলন করতে পারে। এটি একটি নিয়ম এতে কোন খারাপ নেই। নীরজ আরও বলেন, 'আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা আমার মন্তব্যকে মাধ্যম বানাবেন না। খেলাধুলা আমাদের সবাইকে একসাথে থাকতে শেখায় এবং আমরা সব ক্রীড়াবিদ একসঙ্গে ভালবাসার সঙ্গে থাকি, তাই আমাদের আঘাত করে এমন কোন মন্তব্য করবেন না।

প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসের ফাইনালে ভাবিনা, দেখাচ্ছেন সোনা জয়ের স্বপ্ন

টোকিও, ২৮ আগস্ট (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিক্সে টেবিল টেনিসে পদক আগেই নিশ্চিত করেছিলেন। এবার টেবিল টেনিসের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভাবিনাবেন হাসমুখভাই পটেল। চিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ঝাং মিয়াওকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভাবিনাবেন। সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি। ফাইনালে পৌঁছনোর পর ভাবিনা জানিয়েছেন, 'নিজেকে কখনই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মনে করিনি। প্রমাণ করলাম, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।'

শনিবার ম্যাচের প্রথম গেমে হেরে গিয়েছিলেন ভাবিনাবেন। খেলার ফল ছিল ৭-১১। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গেমে যদিও ১১-৭ ও ১১-৪ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে ছিনিয়ে নেন তিনি। চতুর্থ গেমে যদিও ৯-১১ ব্যবধানে পিছিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবে পঞ্চম গেম জিতে ম্যাচ জিতে নেন ভাবিনাবেন। পঞ্চম গেমের ফল ১১-৮। রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ৭.১৫ মিনিটে সোনা জয়ের লড়াইয়ে খেলতে নামবেন ভাবিনাবেন। ফাইনালেও চিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে খেলতে নামবেন ভারতের এই প্যাডলার। ফাইনালে ওঠার পর ভারতীয় প্যারালিম্পিক্স কমিটির প্রেসিডেন্ট দীপা মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন ভাবিনা প্যাটেল। দীপা মালিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ভাবিনা বলেন, 'নিজেকে কখনই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মনে করিনি। প্রমাণ করলাম, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।'

পুরনো ক্লাবে প্রিয় জার্সিতে খেলতে আগ্রহী রোনাল্ডো, ছাড়তে রাজি সতীর্থও

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : পুরনো ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফিরে প্রিয় জার্সিতে খেলতে আগ্রহী রোনাল্ডো। আর সেই জার্সি ছাড়তে রাজি তাঁর সতীর্থও। জার্সি নম্বর দিয়েই মাঠে তাঁদের খুঁজে নেন ভক্তরা। দীর্ঘদিন ধরে একই নম্বরের জার্সিতে খেলতে খেলতে তাঁরা এতটাই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন যে, ভক্তরা নামকরণই করে ফেলেছেন ''সিআরসেভেন''। একই ভাবে বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিস সাঁ জাঁতে গিয়ে অবশ্য প্রিয় দশ নম্বর জার্সি নেননি লিওনেল মেসি।

কেন না সেই জার্সি পরে খেলেন নেইমার দ্য সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র। নেইমার ছাড়তে চেয়েছিলেন। তবে মেসি রাজি হননি। বরং বেছে নিয়েছেন ৩০ নম্বর জার্সি। ফুটবল কেরিয়ারের শুরুর দিকে যে জার্সি পরে খেলতেন।

আবার ম্যান ইউয়ে সাত নম্বর জার্সি পরে এখন খেলেন উরুগুয়ের তারকা এডিনসন কাভানি। তবে ফার্দিনান্দ জানিয়েছেন, রোনাল্ডোর জন্য সেই জার্সি নম্বর ছাড়তে রাজি হয়ে গিয়েছেন কাভানি।

দিনভর জল্পনার পর শুক্রবার রাতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে প্রত্যাবর্তনের খবর জানিয়ে ট্যুইট করা হয়। ম্যান ইউ ট্যুইটে লিখেছে, ''পুরনো ঘরে তোমাকে স্বাগত, ক্রিশ্চিয়ানো।'' ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে যে, রোনাল্ডোর প্রত্যাবর্তন চূড়ান্ত। শুধু কিছু ব্যক্তিগত বিষয়, ভিসা ও মেডিক্যাল পরীক্ষা বাকি রয়েছে।

রিয়াল মাদ্রিদে আরও 4 বছর কাসেমিরো

মাদ্রিদ, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করলেন কাসেমিরো। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত স্পেন ও ইউরোপের সফলতম ক্লাবে থাকবেন ব্রাজিলিয়ান এই মিডফিল্ডার। এক বিবৃতিতে দিয়ে জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

২০১৩ সালে সাও পাওলো থেকে কাসেমিরোকে নিয়ে আসে রিয়াল মাদ্রিদ। শুরুতে রিয়ালের 'বি' দলের খেলার পর ওই বছরই অভিষেক হয় তাঁর। কদিন পরই তাকে পাকাপাকিভাবে নিজেদের করে নেয় রিয়াল। পরে এক মৌসুম ধারে পোর্তোতে পাঠিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে আনে রিয়াল। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন মাঝমাঠের ভরসা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে এখনও পর্যন্ত ২৮৮ ম্যাচ খেলেছেন কাসেমিরো। চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, তিনটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, দুটি লা লিগাসহ জিতেছেন মোট ১৫টি শিরোপা। ক্লাবের হয়ে করেছেন ৩০ গোল। কাসেমিরোর আগে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেছেন লুকাস ভাসকেস ও দানি কারভাহাল, মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ, ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমা ও গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।

পিএসজির জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় মেসি, চোখের পলকে বিক্রি সমস্ত টিকিট

প্যারিস, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফরাসি ফুটবলে পদার্পণ হতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসির। আগামীকাল রবিবার রেইমসের বিপক্ষে পিএসজির জার্সি গায়ে চাপিয়ে অভিষেক হতে পারে আর্জেন্টিনার সুপারস্টারের। চুক্তির পর প্রিয় ক্লাবের সাথে সমস্ত গাঁটছড়া ছিন্ন করে পাড়ি দিয়েছেন প্যারিসে। মেসির পৌঁছনোর পর পিএসজি ইতিমধ্যেই দুটি ম্যাচ খেললেও সেই দুটি ম্যাচে নামেননি মেসি। নতুন জার্সিতে মেসিকে দেখার অপেক্ষার প্রহর গুনেই চলেছে বিশ্বের অগণিত মেসি ভক্ত।

প্রসঙ্গত, আগামী ২১ আগস্ট লিগ ওয়ানের শেষ ম্যাচে ব্রেস্টকে ৪-২ গোলে হারায় এমবাপে নেইমাররা। সেই ম্যাচ জয়ের পর পিএসজির কোচ মরিসিও পচেত্তিনো বলেন, 'সবকিছু ঠিক থাকলে আশা করছি মেসি খুব তাড়াতাড়ি নিজের ছন্দে ফিরবে। এবং প্রথম একাদশের হয়ে মাঠে নামতে তার কোন অসুবিধা হবে না।' তাই আশা করা হচ্ছে পিএসজির পরবর্তী ম্যাচ রেইমসের বিপক্ষে মাঠে দেখা যাবে মেসিকে। মেসি মাঠে নামাতে চলেছেনএই খবর প্রচার হতেই রেইমসের ২১ হাজার দর্শক আসনের স্টেডিয়ামের সমস্ত টিকিট চোখের পলকে বিক্রি হয়ে যায়।

রিয়াল মাদ্রিদের মতো জুভেন্তাসেও রোনাল্ডোর বদলি ইডেন হ্যাজার্ড

মাদ্রিদ, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জুভেন্তাস ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে ফের যোগ দিয়েছেন। ট্রান্সফার উইন্ডোয় তাঁর পরিবর্তে ফুটবলার খোঁজা জন্য জুভেন্তাসের হাতে সময় খুবই কম, উপরন্তু করোনা পরিস্থিতির জেরে আর্থিক মন্দায়ও ভুগছে ক্লাব। এমন অবস্থায় কোন ফুটবলারকে রোনাল্ডোর বদলে দলে নেবে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইডেন হ্যাজার্ডকেই রোনাল্ডোর বদলি হিসাবে দলে নেওয়ার কথা ভাবছে জুভেন্তাস। তবে পাকাপাকিভাবে নয়,বেলজিয়ানকে লোনেই নিতে জুভেন্তাস বেশি আগ্রহী বলে দাবি করা হয় রিপোর্টে। এর ফলে আর্থিকভাবে ইতালিয়ান ক্লাবের খুব একটা সমস্যা হবে না। উপরন্তু, রোনাল্ডো দল ছাড়ায় তাঁর বিশাল বেতন থেকে হ্যাজার্ডের বেতন দিয়েও কিছু সঞ্চয় করতে পারবেন তারা।

ফরাসি তারকা দলে আসলে হ্যাজার্ড যে আর নিয়মিত সব ম্যাচে প্রথম এগারোয় খেলবেন না, তা একপ্রকার প্রায় নিশ্চিত। বিশ্বকাপের আগের মরশুমে সব ফুটবলারই নিয়মিত খেলতে আগ্রহী থাকতে, তাই সেইদিক থেকে ৩০ বছর বয়সী উইঙ্গার জুভেন্তাসে যোগ দিলে প্রথম এগারোয় খেলার সম্ভাবনা বেশি। তবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন হ্যাজার্ডই।

লিডসে লজ্জার হার ভারতের, ইনিংস ও ৭৬ রানে হারল কোহলীর ভারত

লিডস, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : মহম্মদ সিরাজকে ক্রেগ ওভার্টন আউট করতেই ২৭৮ রানে অল আউট হয়ে গেল ভারত। অলি রবিনসন ৬৫রানে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতকে একাই শেষ করে দিলেন। ক্রেগ ওভার্টন নিলেন ৪৭ রানে ৩ উইকেট। ফলে এক ইনিংস ৭৬ রানে ভারতকে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো জো রুটের ইংল্যান্ড।

গতকাল পর্যন্ত তিন উইকেট হারিয়ে ভাল অবস্থায় ছিল, সেই দলটি রাতারাতি হয়ে গেল লিলিপুট। ২১৫/৩ উইকেট থেকে নিমেষে অলআউটই হয়ে গেল ২৭৮ রানে। লিডস টেস্টে কোহলিদের ৭৮ রানের গেরো কাটল না। প্রথম ইনিংসে শুধু ৭৮ রানে বাণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০-র পিছনে সেই ৭৮ রান। ফলস্বরূপ, ভারতীয় দল তৃতীয় টেস্টে ইনিংস ও ৭৬ রানে হেরে গেল।

শনিবার খেলা শুরু হতেই পূজারার বিদায় খাতায় আজকে কোনও রান না যোগ করেই। বিরাট প্যাভিলিয়নে ফিরলেন ৫৫ রানে। তারপর দলের বাকি সাত ব্যাটসম্যানের মধ্যে দু''অঙ্কের রানে যেতে পেরেছেন রাহানে (১০) ও রবীন্দ জাদেজা (৩০)। বাকিরা সব ডাহা ফেল। ৬৩ রানে শেষ আট উইকেট পড়েছে ভারতের। ভাবা যায়! প্রথম ইনিংসে অ্যান্ডারসন-ওভারটনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে নায়ক বনে গেলেন ইংল্যান্ড পেসার ওলি রবিনসন। এই ইনিংসে পাঁচ উইকেট পেলেন তিনি। ওভারটন পেলেন তিনটি উইকেট।

ভারতীয় দলের ধারাবাহিকতার অভাব বরাবরই। এই জিতছে তো পরের ম্যাচেই আবার হারছে গো হারানভাবে, কোনও প্রতিরোধ ছাড়া। পরের দুটি টেস্টে ভারতকে জয়ের পথে ফিরতে গেলে ব্যাটসম্যান ও বোলারদের মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরী। সবচেয়ে বড় কথা, দলের অধিনায়ক ছন্দে নেই, কোহলির ব্যাটে রান না এলে এই দলের ছন্দে ফিরতে সমস্যা রয়েছে।

ভারত ১ম ইনিংস: ৭৮/১০ (রোহিত ১৯, রাহানে ১৮, অ্যান্ডারসন ৬/৩, ওভারটন ১৪/৩)

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ৪৩২/১০ (রুট ১২১, মালান ৭০, শামি- ৯৫/৪)

ভারত ২য় ইনিংস: ২১৫/২ (রোহিত-৫৯, পুজারা-৯১, রবিনসন - ৬৫/৫)

ইংল্যান্ড জয়ী এক ইনিংস ও ৭৬ রানে। ম্যাচের সেরা : ওলি রবিনসন

CANCELLATION ORDER

The Press Notice Inviting e-Tender No e-PT-XXX/EE/RD/STB/ 2020-21 Dt.- 21/12/2020, subsequent DNIT NO-109/EE/RD/ STB/DNIT/2020-21. Dt.- 21/12/2020 for the work tender namely "Meintenance of Govt residential quarter at Bankar near Gyanodoy English medium school (TYPE-II)old plastering removal, new plaster,door window change with new one painting inside &outside with roof treatment, pipeline & sanitary fixture changing etc" is hereby cancelled as the lowest approved bidder fails to submit the Bank Guarantee in due course of time. Accordi-gly, the above mentioned DNIT is hereby cancelled in order to re-tender again & proper response to the intending bidders.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA-C-1939/2021-22

রুটদের চাপের কাছেই হেরে গিয়েছেন, ম্যাচের পর স্বীকার করে নিলেন কোহলী

লিডস, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : লর্ডসে দুরন্ত জয়ের পর লিডসে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত। এক ইনিংস এবং ৭৬ রানে হারতে হল ইংল্যান্ডের কাছে। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুতে যে প্রতিরোধ দেখিয়েছিল বিরাট কোহলীর দল, চতুর্থ দিনে এসে তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। ইংরেজ বোলারদের সামনে আত্মসমর্পণ ভারতের।

ম্যাচের পর কোহলী স্বীকার করেন, চাপের মুখেই হারতে হয়েছে তাঁদের। তিনি বলেন, "স্কোরবোর্ডের চাপের কাছেই মাথা নত করেছি আমরা। নিজের দল ৮০ রানের মধ্যে অল আউট হয়ে যাওয়ার পর বিপক্ষ বড় রান তুললে চাপ বাড়েই। বৃহস্পতিবার পর্যন্তও আমরা ম্যাচে ছিলাম। যতটা সম্ভব প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের কাছে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আজ ইংল্যান্ডের জোরে বোলাররা আমাদের উপর মারাত্মক চাপ তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত ওরা যে ফলাফল চেয়েছিল, সেটাই হল। আমরা আশানুরূপ খেলতে পারিনি।"

ম্যাচের পর কোহলী বুঝিয়ে দিয়েছেন, টপ অর্ডারের থেকে আগামী ম্যাচগুলিতে আরও ভাল ইনিংসের প্রত্যাশা করছেন তিনি। তাঁর কথায়, "টপ অর্ডারকে ভাল খেলতে হবে যাতে লোয়ার মিডল অর্ডারের উপর চাপ কমে। আমাদের ব্যাটিংয়ে আরও গভীরতা দরকার। আরও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে আমাদের। অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু ৩৬ অল আউট হওয়ার পরেও আমরা ফিরে এসেছিলাম।" অশ্বিনকে না খেলানোয় ইতিমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন কোহলী। পরের টেস্টে কি দলে বদল আসবে? ভারত অধিনায়কের উত্তর, "সেখানকার পিচ, পরিস্থিতি, আর্দতার উপর নির্ভর করছে। চার পেসার নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত ঠিক। এর আগেও আমরা ফিরে এসেছি। তাই হারানোর কিছু নেই।

অভিনন্দন ভাবিনা প্যাটেল ! আপনি অসাধারণ খেলেছেন : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): প্যারালিম্পিক্সে এখন সোনার দৌড়ে ভারত। টেবিল টেনিসের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন ভাবিনাবেন প্যাটেল। এই সাফল্যের জন্য ভাবিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'অভিনন্দন ভাবিনা প্যাটেল! আপনি অসাধারণ খেলেছেন।' টোকিও প্যারালিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রথম পদক নিশ্চিত করেছিলেন সেমিফাইনালে উঠে। সেখানেই থেমে যাননি ভাবিনা। বিশ্বের তিন নম্বর তারকা চিনের মিয়ায়ো ঝ্যাংকে হারিয়ে দিলেন। সেমিফাইনালে জিততে ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সময় নেন মাত্র ৩৪ মিনিট। রবিবার ফাইনালে ভাবিনার সামনে বিশ্বের এক নম্বর চিনের ইং ঝৌ।

ফাইনালের আগে ভাবিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সমগ্র দেশ আপনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছে ও রবিবার জন্য হর্ষধ্বনি দেবে। আপনার সেরাটা দিন ও চিন্তামুক্ত হয়ে খেলুন। আপনার অর্জন সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত করবে।' টোকিও থেকেই ভাবিনা জানিয়েছেন, 'অনেক বড় অর্জন। সবাই বলেন চিনকে হারানো কঠিন।

আমি প্রমাণ করেছি কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। সকল ভারতীয়দের কাছে অনুরোধ করছি, রবিবারের ফাইনাল ম্যাচের জন্য আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

শতরান নয়, কোহলীদের সাড়ে তিন দিনে উড়িয়ে দিয়ে বেশি খুশি রুট

লিডস, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : নিজের শতরান নয়, কোহলীর ভারতকে সাড়ে তিন দিনে উড়িয়ে দিয়ে বেশি খুশি ইংরেজ অধিনায়ক জো রুট। চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্নভোজের আগেই অল আউট বিরাট কোহলীরা। তৃতীয় দিনের প্রতিরোধ ভেঙে গেল দ্বিতীয় নতুন বলের সামনে। ইংরেজ অধিনায়ক জো রুটের মুখে জেমস অ্যান্ডারসনদের প্রশংসা। ম্যাচ জিতে রুট বলেন, "দারুণ পারফরম্যান্স। জেমস অ্যান্ডারসন এবং অলি রবিনসন দুর্দান্ত শুরু করেছিল। তিনটে মেডেন নিল ওরা। উইকেট নেওয়ার জন্য জমি তৈরি করে দিল। সুযোগ পেতেই উইকেট তুলে নেয় ওরা। আমরা জানতাম পারব। প্রয়োজন ছিল ধারাবাহিকতার।" শুধু বোলারদের নয়, ব্যাটসম্যানদের ও প্রশংসা করেন শতরানকারী অধিনায়ক। রুট বলেন, "বল হাতে যেমন দারুণ শুরু করেছিলাম, ব্যাট হাতেও ওপেনাররা সেটাই করল। শুক্রবার যখন আমাদের কোনও কিছুই ঠিক মতো হচ্ছিল না, জানতাম আজ নতুন বলে সুযোগ থাকবে। অ্যান্ডারসন টেস্ট ক্রিকেটে সেরা। দ্বিতীয় নতুন বল হাতে নিয়েই ও চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। পুরো বোলিং গ্রুপের জন্য একটা ছন্দ বেঁধে দিল। এই বয়সেও কতটা ফিট ও। অন্যদের শেখা উচিত ওর থেকে।" লর্ডসের পর লিডসেও হাজির জারভো, ফের মাঠে ইংরেজ সমর্থকের দাপাদাপি এই ম্যাচে দাউইদ মালানকে দলে নেয় ইংল্যান্ড। নিজের শতরান নিয়েও খুশি রুট। তিনি বলেন, "অনেক সময় অল্পের শতরান হারিয়েছি। ইনিংস গড়ার কাজ শুরু করে ইমারতটা যে তৈরি করতে পেরেছি, আমি তাতেই খুশি। ঘরের মাঠে শতরান করার আনন্দই আলাদা।"

শিশু, মা ও গর্ভধারনী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার সহ সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি সেন্টার থেকে।

১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আপনার শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে ভর্তি করাবেন।

২) শিশুকে ঘর থেকে বের করবেন না।

৩) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন আপনার শিশুকে।

৪) সময় মত টিকা দেওয়াবেন।

চন্ডীপুর, আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প, উনকোটি ত্রিপুরা

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ PostÄöìÄöìal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

'মহাত্মা আয়ঙ্কলি'-র জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : 'মহাত্মা আয়ঙ্কলি'-র (উচ্চারণভেদে আয়ানকালি) জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, ''আমি যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক মহাত্মা আয়ঙ্কলির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে প্রণাম জানাই। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন নিপীড়িত ও প্রান্তিকদের শিক্ষিত ও ক্ষমতায়নের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আমাদের সমাজে সামাজিক ন্যায়বিচার আনতে তাঁর অগ্রণী প্রচেষ্টার জন্য আমরা চিরকাল ঋণী থাকব।'' প্রসঙ্গত, মহাত্মা আয়ঙ্কলি (২৮ আগস্ট ১৮৬৩ - ১৮ জুন ১৯৪১) ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি ত্রাভানকোর রাজ্যে বঞ্চিত অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা অনেক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছিল যা সেই ব্যক্তিদের সামাজিক কল্যাণকে উন্নত করেছিল। তাঁদের আজকাল প্রায়ই দলিত বলা হয়।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অস্বস্তি বাড়ল হানি সিংয়ের, গায়ককে ৩ সেপ্টেম্বর হাজিরা নির্দেশ দিল্লির আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): গার্হস্থ্য হিংসার মামলায় অস্বস্তি বাড়ল গায়ক ও অভিনেতা ইয়ো ইয়ো হানি সিংয়ের। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর হানি সিংকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির

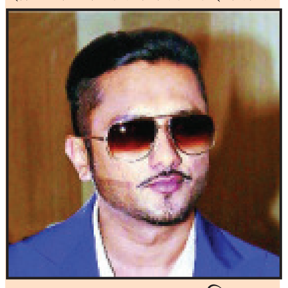

আদালত। আদালত জানিয়েছে, 'কেউ আইনের উর্ধে নয়।' পাশাপাশি ইয়ো ইয়ো হানি সিংয়ের মেডিক্যাল রিপোর্ট ও আয়কর রিটার্ন চেয়েছে দিল্লির আদালত। ৩ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি। ওই দিনই হাজিরা দিতে হবে হানি সিংকে।

হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার মামলা দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী শালিনী সিং। শনিবার দিল্লির আদালতে হানি সিংয়ের কেঁসুলি আবেদন জানান, ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক তাঁর মক্কেলকে। যেহেতু তিনি সুস্থ নন। এরপরই আদালত জানায়, 'কেউ আইনের উর্ধে নয়।' হানি সিংকে ৩ সেপ্টেম্বর হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট ও আয়কর রিটার্ন চেয়েছে দিল্লির আদালত। এরপর হানির আইনজীবী জানান, ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মক্কেল আদালতে হাজিরা দেবেন। পরবর্তী শুনানি ৩ সেপ্টেম্বর।

শনিবার উদয়পুরে কল্যাণ সাগরে বিড়ল প্রজাতিরকচ্ছপকে খাবার দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ছবি নিজস্ব।

একদিনে দেশে এক কোটি টিকাকরণে ভারতকে অভিনন্দন বিল গেটসের

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : অভূতপূর্ব রেকর্ড করেছে ভারত। একদিনে দেশে এক কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই কীর্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমেরিকান ধনকুবের এবং সমাজসেবক বিল গেটস। এই ঘটনাকে দুর্দান্ত মাইলস্টোন বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার গোটা দেশে মোট ১০০৬৪৩৭৬ জন টিকা নিয়েছেন। এর আগে সবচেয়ে বেশি টিকা দেওয়া হয়েছিল ১৬ আগস্ট। সেদিন ৮৮ লক্ষ ভারতীয় টিকা নিয়েছিলেন। ২৭ আগস্ট পেরিয়ে গেল এক কোটির ম্যাজিক ফিগার। গত এক সপ্তাহ ধরেই রোজ গড়ে ৬৯ লক্ষ মানুষ টিকা নিয়েছেন বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। সেই ১৬ জানুয়ারি টিকাকরণ কর্মসূচিত শুরু হওয়ার পর এটাই সবথেকে দ্রুত বেগ বলে জানা গেছে।

ভারতের একদিনে একটি টিকা দেওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিল গেটস। তিনি বললেন, "এই দুরন্ত মাইলস্টোন ছোঁওয়ায় ভারতকে অভিনন্দন।" তিনি একটি টুইটে এই অভিনন্দন বার্তা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীকে ট্যাগও করেন গেটস। এদিকে এই কীর্তিকে "গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার যাঁরা টিকা নিয়েছেন এবং যাঁরা টিকাকরণে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

পঞ্জাব-পরিস্থিতি নিয়ে রাহুল সকাশে হরিশ শীঘ্রই দেখা করবেন অমরিন্দর-সিধুর সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাব কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন পঞ্জাব কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত হরিশ রাওয়াত। এদিন দিল্লিতে অতি অল্প সময়ের জন্য রাহুলের সঙ্গে দেখা করেন হরিশ। পঞ্জাবের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রাহুলকে অবগত করেছেন রাওয়াত। একইসঙ্গে জানিয়েছেন দু"-একদিনের মধ্যেই পঞ্জাবে যাবেন তিনি। সেখানে গিয়ে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ও নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে দেখা

করবেন তিনি।

এদিন রাহুলের সঙ্গে দেখা করার পর হরিশ রাওয়াত জানিয়েছেন, 'রাহুল গান্ধীর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য বৈঠক হয়েছে, পঞ্জাবের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে অবগত করেছি। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সভানেত্রীকেও জানিয়েছি। এর থেকে বেশি কিছু নয়।' হরিশ আরও জানিয়েছেন, 'আমি দু"-একদিনের মধ্যেই পঞ্জাব যাব। ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ও নভজ্যোৎ সিং সিধুর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব।' এদিন হরিশ রাওয়াতকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কী পঞ্জাব কংগ্রেসের ইন-চার্জ পদের দায়িত্ব চালিয়ে জীবন? উত্তরে হরিশ জানান, 'কংগ্রেসে দল যা ঠিক করবে, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যতদিন আমাকে বলা হবে, ততদিন দায়িত্ব পালন করে যাব।'

উত্তরপূর্বে আয়ুষ মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায় ১০০০টি স্বাস্থ্য ও কুশলকেন্দ্র এবং ১০০টি নয়া স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র : সর্বানন্দ

আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের জন্য ৭০ কোটি আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা গুয়াহাটি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়কে ১০ কোটি টাকা অনুদান

গুয়াহাটি, ২৮ আগস্ট (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঔষধি গুণযুক্ত ভেষজ দ্রব্যের উন্নয়ন ঘটাতে বেশ কয়েকটি অভিলাষী প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন বন্দর, জাহাজ ও জলপথ এবং আয়ুষ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়ুষ পদ্ধতির উন্নয়নে আয়ুষ এবং উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে আজ শনিবার গুয়াহাটিতে প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

আজকের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং আয়ুষ দফতরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মুঞ্জাপাড়া মহেন্দ্রভাই কালুভাই, অসম-নাগাল্যান্ড এবং সিকিমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিক ও শিল্পোদ্যোগ দফতরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী সর্বানন্দ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আয়ুষ পদ্ধতিগুলির বিকাশ এবং উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় আয়ুষ মিশন প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০-র বেশি নয়া স্বাস্থ্য ও যত্ন কেন্দ্র খোলা হবে। এর উদ্দেশ্য, আয়ুষ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ঔষধি দ্রব্যাবলির সর্বাত্মক ব্যবহার। এর জন্য দেশে সর্বমোট ১২,৫০০ স্বাস্থ্য ও যত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হবে।

সম্মেলনে সর্বানন্দ সনোয়াল আরও বলেন, আয়ুষ মন্ত্রালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ভেষজ ও পরম্পরাগত ঔষধি দ্রব্যাবলির প্রচার ও প্রসারের জন্য ১০০টি আয়ুষ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এ-ছাড়া নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈয়ে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি নতুন আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলেও আজ ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আয়ুষ মন্ত্রালয় গুয়াহাটির সরকারি আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়কে একটি উন্নত এবং অন্যতম আয়ুর্বেদিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ১০০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদানের কথাও ঘোষণা করেছেন। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কাঁচামালগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে একটি উৎকর্ষসাধন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলেও ঘোষণা করেন মন্ত্রী সনোয়াল।

অন্যদিকে আজকের সম্মেলনে উপস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজের নিজের রাজ্যে একেকটি নতুন আয়ুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুরোধ জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে।

এদিকে আজকের সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জৈব প্রযুক্তি দফতরের অধীনে রাষ্ট্রীয় জৈব সম্পদ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আঞ্চলিক কাঁচা ওষুধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা (রিজিওনাল রো ড্রাগ রিপজিটরি) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আয়ুষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার সুবিধাবলি এবং আয়ুষ মহাবিদ্যালয় ও শিক্ষণ-হাসপাতালগুলির বিভিন্ন রোগ পরিচালনায় আয়ুষ স্বাস্থ্য পরিচালনাযোগ্য তথ্য ব্যবস্থায় ডিজিটাল ডেটাগুলির উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর উদ্দেশ্য হল, আয়ুষ পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য রক্ষা পদ্ধতি এবং রোগীর সেবা বিষয়ক কাজকর্মাবলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা। আয়ুষ মন্ত্রালয়ের অধীনে ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার স্ট্রেটেজিক পলিসি এবং উৎকর্ষ সাধন ব্যুরো আয়ুষে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি উৎপাদন ও সেবার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা ছাড়াও যোগসূত্র স্থাপন করবে। আজকের সম্মেলনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মুঞ্জাপাড়া মহেন্দ্রভাই কালুভাই প্রমুখ প্রাসঙ্গিক ভাষণ দিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় ১.০৩ কোটির বেশি, ভারতে ৬২.২৯-কোটির উর্ধ্বে টিকাদান

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): টিকাকরণে বিরাট রেকর্ড গেল ভারত। একদিনে ভারতে ১.০৩-কোটির বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১,০৩,৩৫,২৯০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬২,২৯,৮৯,১৩৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৫১.৬৮-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৭,৬১,১১০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫১,৬৮,৮৭,৬০২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৬১,১১০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৫৯ জন।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযুক্ত শিক্ষক জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ আগস্ট।। নাবালিকা ছাত্রীর দৈহিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত হয়ে হাজতে থাকা শিক্ষক অধীর দাসকে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গতকাল ডি এন এ টেস্ট করিয়েছেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম অধীর দাস বাড়ি উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায়। গুনধর যখন উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখন নানা অছিলায় ঐ বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এক নাবালিকা ছাত্রীকে প্রথমে বিদ্যালয়ে, পরে অন্যত্র একাধিক বার সহবাসের নাম দিয়ে ধর্ষন করেন। পরবর্তীতে ঐ নাবালিকা ছাত্রীকে স্টাইপেন্ড ফর্ম ফিলাপের নাম করে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করে নিজের হেফাজতে নিয়ে নেয়। একসময় ঐ কুলঙ্গার শিক্ষক নিজের সামাজিক মাধ্যম ফেস বুকে ঐ নাবালিকার সাথে ওনার বিয়ের ছবি পোস্ট ঘিরে বিতর্ক দেখা দেয়। উদয়পুরের অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যেত অধীরের প্রেম কাহিনী ও প্রতারণার কথা। এই কানাঘুষোর ফলে শিক্ষা দপ্তর উদয়পুরের একটি স্কুলে ঐ গুনধরকে বদলি করেন। পরবর্তীতে ওনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন না হওয়ায় শিক্ষা দপ্তর ওনাকে দাদা কাঞ্চন পুর স্কুলে বদলি করেন। এরই মধ্যে নাবালিকা ছাত্রীর দৈহিক পরিবর্তন হওয়ায় নাবালিকার অভিভাবক গতকাল উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নাম্বার ৫৫/২১, ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে ৩৭৬(দুই, ও এন,)৫০৬,পক্সো আইনের ৬নং ধারা। আজ কাঞ্চন পুর থানার সহযোগিতায় দশদা কাঞ্চন পুর এক ভাড়া বাড়ি থেকে কলঙ্কিত গুনধর শিক্ষক অধীরকে গ্রেপ্তার করে আর কে পুর মহিলা থানায় নিয়ে আসার পর আজ আদালতে হাজির করলে বিচারক আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতের নির্দেশ দেন এবং আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর আবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আদালতে উৎসুক জনতার ভীড় লক্ষ্য করা যায়।

চ্যালেঞ্জিং সময় আমাদের সুযোগ দিচ্ছে সদ্ব্যবহার করা উচিত : রাজনাথ সিং

চেন্নাই, ২৮ আগস্ট (হি.স.): চ্যালেঞ্জিং সময় অনেক সুযোগ দেয়, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। শনিবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার সকালে চেন্নাইয়ে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর অফশোর টহল জাহাজ (ওপিভি) বিগ্রহ-র কমিশনিং অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ওঠানামা করছে। অন্য দেশ থেকে পরবর্তী সংবাদ সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব নয়। যাইহোক, এই চ্যালেঞ্জিং সময় আমাদের সুযোগও দিচ্ছে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত আমাদের। বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে, সীমান্ত বিরোধ ও সামুদ্রিক আধিপত্যের কারণে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাঁদের সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।' কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'বিশ্বজুড়ে প্রায়শই ঘটে যাওয়া পরিবর্তন আমাদের কাছে উদ্বেগের বটে। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা ও উত্থান-পতনের সময়, দেশ হিসেবে আমাদের অবশ্যই আমাদের গার্ড শিখরে রাখতে হবে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথায়, 'রিপোর্ট মতে, আগামী ১-২ বছরে অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে, বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তায় ব্যয় ২.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছতে চলেছে। বেশিরভাগ দেশে গোটা বছরের জন্যও এই স্তরের বাজেট নেই এবং আগামী ৫ বছরে এই ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

আফগানিস্তান থেকে ত্রিপুরা, কন্যাশ্রী-সবুজ সাথী সবই উঠে এল তৃণমূলনেত্রী বার্তায়

কলকাতা, ২৮ আগস্ট (হি. স.) : আফগানিস্তান থেকে ত্রিপুরা, কন্যাশ্রী-সবুজ সাথী সবই উঠে এল শনিবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তায়।

তিনি বলেন, ''আফগানিস্তান থেকে আগে নাগরিকদের উদ্ধার না করে কেন সেনা প্রত্যাহার? সেনাদের মধ্যে এমন বিভাজন কখনও দেখিনি।''

তৃণমূলনেত্রী বলেন, ''ত্রিপুরায় সরকারি চাকরিতে ছাঁটাই হয়েছে। অথচ ভোটের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।''

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে তৃণমূল সরকার কী কী করেছে, টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে তার ফিরিস্তি দিলেন তিনি। বলেন, '' সবুজ সাথী প্রকল্পে ১ কোটির বেশি সাইকেল দেওয়া হয়েছে। আরও দেওয়া হবে। ১০ লক্ষ টাকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। শোধ করা যাবে ৪০ বছরেও। আজ মেয়েরা আর বাবা-মায়ের বোঝা নয়। কন্যাশ্রীরা গর্ব। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে।শনিবার ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবর্ষের বার্তা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''রাজনীতিতে তরুণদের অংশগ্রহণে জোর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা আমাদের ভবিষ্যৎ।

বিজেপি পড়ুয়াদের কণ্ঠরোধ করছে। বাংলা পথ দেখাক। টিএমসিপি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিক। সারা দেশে যোগাযোগ গড়ে তুলুক।'' এই সঙ্গে দাবি করেন, ''ভোটের সব খরচ করুক নির্বাচন কমিশন''।

মহীশূর গণধর্ষণ মামলায় ধৃত ৫, পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞ কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৮ আগস্ট (হি.স.): কর্ণাটকের মহীশূরে গণধর্ষণ মামলায় অবশেষে ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কর্ণাটক পুলিশ। ধৃত ৫ জনের মধ্যে একজন নাবালকও রয়েছে। শনিবার কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র জানিয়েছেন, '৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমাদের পুলিশ টিম দক্ষতা দেখিয়েছেন। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' এদিন সকালেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই জানান, 'মহীশূরের ঘটনাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে পুলিশ। পাঁচটি টিম গঠন করা হয়েছে, তাঁরা তদন্ত করছেন।'

উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরু থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে, চামুন্ডেশ্বরী মন্দিরে বেড়াতে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা ওই কলেজ ছাত্রী ও তাঁর পুরুষ বন্ধু। মন্দিরটি চামুন্ডি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। গত মঙ্গলবার সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েন যুবক-যুবতী। তাঁদের দেখে টাকা-পয়সা চায় ওই দুষ্কৃতীরা। টাকা দিতে অস্বীকার করায় কয়েকজন যুবক মিলে ছেলেটিকে মারধর করে বলে অভিযোগ। গণধর্ষণের শিকার হন ওই ছাত্রী। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তদের খুঁজছিল পুলিশ। অবশেষে ৫ জনকে কর্ণাটক পুলিশ গ্রেফতার করেছে। যে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বাড়ি তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর জেলায়, পেশায় শ্রমিক। একজনের বয়স ১৮-র কম। পলাতক আরও একজন অভিযুক্ত।

৪৬-হাজারের উর্ধে সংক্রমণ, ৫০৯ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৪.৩৭-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৮ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের সংক্রমণের হার উর্ধমুখী, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র উর্ধে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ৭৫৯ জন (গত ১ জুলাইয়ের পর এটাই দেশে সর্বোচ্চ সংক্রমণের সংখ্যা), এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫০৯ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩১,৩৭৪ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৫৯,৭৭৫ জন (১.১০ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৪,৮৭৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৬১,১১০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৬,৭৫৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৪৭ জন। ভারতে ৬২.২৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬২,২৯,৮৯,১৩৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১,০৩,৩৫,২৯০ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫০৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৭,৩৭০ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই, ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩১,৩৭৪ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৮,৫২,৮০২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬২ কোটি ২৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৩৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র কেরলেই বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩২,৮০১ জন ও মৃত্যু হয়েছে ১৭৯ জনের।

শনিবার আগরতলায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।